بسم الله الرحمن الرحيم

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

কালিমায়ে শাহাদাতাইনের অর্থ

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১. ভুমিকা	3
২. প্রাসঙ্গিক কথা	6
৩. ইলাহ বা মা'বুদ শব্দের বিশ্লেষণ	7
৪. ইলাহ হিসেবে মূর্তি	8
৫. ইলাহ হিসেবে কবর, মাজার	10
৬. ইলাহ হিসাবে শহীদ মিনার, স্মৃ তি সৌধ শিখা অর্নিবান, শিখা চিরন্তন, ছবি	10
৭. ইলাহ বা মাবুদ ও রব হিসেবে আলেম, পীর-দরবেশ, ধর্মীয় নেতা, বুর্জুগু, মুরুব্বি, ইমাম, খতিব, পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী	12
৮. ইলাহ হিসেবে ফেরাউন, রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার, রাজা, বাদশাহ, শাসক, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী	14
৯. ইলাহ হিসেবে খেয়াল খুশি, কামনা বাসনা	16
১০. ইলাহ এক	20
১১. সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য	21
১২. কুরআন এ আল্লাহ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" সম্পর্কে জানতে বলেছেন	**21**
১৩. ইলাহ দাবী করার শাস্তি	21
১৪. আমরা কুরআনে দেখতে পাই মানুষ আল্লাহকে বাদ একাধিক ইলাহ গ্রহন করে	21

بسم الله الرحمن الرحيم

ভুমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা কেবলমাত্র তাঁরই প্রশংসা করি। তাঁরই সাহায্য কামনা করি। তাঁরই কাছে ক্ষমা চাই। আমরা তাঁর ওপর ঈমান আনি, তাঁর ওপর ভরসা করি। আমাদের নফসের সকল অনিষ্টতা এবং আমাদের সকল কর্মের ভুল-ভ্রান্তি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন, কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট হতে দেন, কেউ তাকে হেদায়াত দান করতে পারে না। আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নাই কোন সত্য ইলাহ (অর্থাৎ কোন আইনদাতা, বিধানদাতা, হুকুমদাতা নেই) আল্লাহ ব্যতীত। তিনি এক ও একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর প্রেরিত রাসূল।

অতপর নিশ্চয়ই সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম পথ হচ্ছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পথ। সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ হচ্ছে দ্বীন এর নামে নব আবিষ্কৃত রসম রেওয়াজ, আর নব আবিষ্কৃত রসম রেওয়াজ হল বিদ'আত, প্রত্যেক বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক পথভ্রষ্টতার পরিনাম জাহান্নাম।

আল্লাহ কুরআনে বলেন,

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, অবশ্যই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভূক্ত'? (সূরা হা-মীম-সাজদাহ ৪১:৩৩)

আজ থেকে প্রায় ১৪শত বছরে আগে মক্কার একটি রৌদ্রজ্জল সকাল বেলা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফা পর্বতের উপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। আর ঠিক সেই সময় নাযিল হচ্ছে সূরা লাহাব।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ
مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ
سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ
وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ
فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ

আবূ লাহাবের হাত দু'টো ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক সে নিজে,
তার ধন-সম্পদ আর সে যা অর্জন করেছে তা তার কোন কাজে আসল না,
অচিরে সে প্রবেশ করবে লেলিহান শিখাযুক্ত আগুনে,
আর তার স্ত্রীও- যে কাঠবহনকারিণী
আর তার গলায় শক্ত পাকানো রশি বাঁধা থাকবে। (সূরা লাহাব ১১১:১-৫)

ইবনে কাসির থেকে সূরা লাহাবের তাফসীর,

সহীহ বুখারীতে ইবনু 'আববাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ ''তুমি তোমার কাছের আত্মীয়-স্বজনকে সতর্ক করে দাও'' আয়াতটি অবতীর্ণ হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে সাফা পর্বতে গিয়ে উঠলেন এবং يَا صَبَاحَاهْ (সকাল বেলার বিপদ সাবধান) বলে উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিলেন। আওয়াজ শুনে তারা বলল, এ কে? তারপর সবাই তাঁর কাছে গিয়ে সমবেত হল। তিনি বললেন, আমি যদি তোমাদেরকে বলি, একটি অশ্বারোহী

সেনাবাহিনী এ পর্বতের পেছনে তোমাদের উপর আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, তাহলে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে? সকলেই বলল, আপনার মিথ্যা বলার ব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতা নেই। তখন তিনি বললেন, نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ "আমি তোমাদের আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সাবধান করছি।" (সূরা সাবা ৩৪:৪৬) এ কথা শুনে আবূ লাহাব বলল, তোমার ধ্বংস হোক। তুমি কি এ জন্যই আমাদেরকে একত্র করেছ? অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ালেন। তারপর অবতীর্ণ হলঃ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ 'ধ্বংস হোক আবূ লাহাবের দু' হাত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও।"

অন্য এক রিওয়াইয়াতে আছে যে, আবূ লাহাব হাত ঝেরে নিম্ন লিখিত বাক্য বলতে বলতে চলে গেলঃ

তোমার প্রতি সারাদিন অভিশাপ বর্ষিত হোক।

আবু লাহাব ছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাচা। তার নাম ছিল আবদুল উযযা ইবনে আবদিল মুত্তালিব। তার কুনিয়াত বা ছদ্ম পিতৃপদবীযুক্ত নাম আবু উৎবাহ ছিল। তার সুদর্শন ও কান্তিময় চেহারার জন্য তাকে আবূ লাহাব অর্থাৎ শিখা বিশিষ্ট বলা হতো। সে ছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকৃষ্টতম শত্রু। সব সময় সে তাকে কষ্ট দেয়ার জন্যে এবং তার ক্ষতি সাধনের জন্যে সচেষ্ট থাকতো।

হযরত রাবীআ'হ ইবনে দাইলী (রাঃ) তার ইসলাম গ্রহণের পর তার ইসলাম পূর্ব যুগের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ "আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে যুল মাজায এর বাজারে দেখেছি, সে সময় তিনি বলছিলেনঃ হে লোক সকল! তোমরা বলঃ নেই কোন ইলাহ আল্লাহ ছাড়া, তাহলে তোমরা মুক্তি ও কল্যাণ লাভ করবে।" বহু লোক তাকে ঘিরে রেখেছিল। আমি লক্ষ্য করলাম যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনেই গৌরকান্তি ও সুডোল দেহ-সৌষ্ঠবের অধিকারী একটি লোক, যার মাথার চুল দুপাশে সিথি করা, সে এগিয়ে গিয়ে সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে বললোঃ "হে লোক সকল! এ লোক বে-দ্বীন ও মিথ্যাবাদী।" মোটকথা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছিলেন, আর সুদর্শন এই লোকটি তার বিরুদ্ধে বলতে বলতে যাচ্ছিল। আমি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলামঃ এ লোকটি কে? উত্তরে তারা বললোঃ "এ লোকটি হলো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচা আবূ লাহাব।" (এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।)

অন্য এক রিওয়াইয়াতে আছে যে, রাবীআ'হ (রাঃ) বলেনঃ "আমি আমার পিতার সাথে ছিলাম, আমার তখন যৌবন কাল। আমি দেখছি যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক একটি লোকের কাছে যাচ্ছেন আর লোকদেরকে বলছেনঃ "হে লোক সকল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি। আমি তোমাদেরকে বলছি যে, তোমরা এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদাত করবে, তার সাথে কাউকে শরীক করবে না। তোমরা আমাকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করো এবং আমাকে শত্রুদের কবল হতে রক্ষা করো, তাহলে আল্লাহ তাআ'লা আমাকে যে কাজের জন্য প্রেরণ করেছেন সে কাজ আমি করতে পারবো।" রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেখানেই এ পয়গাম পৌঁছাতেন, পরক্ষণেই আবূ লাহাব সেখানে পৌঁছে বলতোঃ "হে অমুক গোত্রের লোকেরা! এ ব্যক্তি তোমাদেরকে লাত, উযযা থেকে দূরে সরাতে চায় এবং বানু মালিক ইবনে আকইয়াসের ধর্ম থেকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়াই তার উদ্দেশ্য। সে নিজের আনীত গুমরাহীর প্রতি তোমাদেরকেও টেনে নিতে চায়। সাবধান! তার কথা বিশ্বাস করো না। (তাফসীর ইবনে কাসীর থেকে সূরা লাহাবের তাফসীর)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচা হওয়া সত্ত্বেও কেন আবূ লাহাব এত বিরোধিতা করেছিল? কি এমন বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবাইকে সতর্ক করলেন আর সবাই সতর্ক না হয়ে উল্টো তার বিরুদ্ধেই লেগে গেল বিশেষ করে তার চাচা আবূ লাহাব? ...

আরেকটির আয়াত

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ

'সে কি সকল উপাস্যকে এক ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? নিশ্চয় এ তো এক আশ্চর্য বিষয়'! (সূরা সোয়াদ ৩৮:৫)

এ আয়াতের তাফসীরেও ইবনে কাসীর একটি ঘটনা বর্ণনা করেন।

আবূ জাফর ইবন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ আবূ তালিব যখন খুব অসুস্থ হয়ে মৃত্যু শয্যায় তখন অভিশপ্ত আবু জাহলসহ কুরাইশের কিছু লোক তার কক্ষে প্রবেশ করে এবং বলে, আপনার ভাইয়ের ছেলে আমাদের দেবতাদের অবজ্ঞা করে, সে অমুক অমুক কাজ করছে এবং বলছে। আপনি তাকে ডেকে পাঠান এবং বলে দিন যেন সে এরূপ না করে। সুতরাং তিনি তাকে খবর দেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার

কাছে চলে আসেন। আবূ তালিব এবং অভিশপ্ত আবূ জাহলের মাঝখানে একজন লোকের বসার মতো জায়গা খালি ছিল। আবূ জাহল আশংকা করল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি ঐ জায়গায় আবূ তালিবের পাশে বসেন তাহলে তার সাহচর্যের কারণে আবূ তালিবের হৃদয় ইসলামের দিকে ঝুকে যাবে। তাই সে লাফ দিয়ে উঠে ঐ খালি জায়গায় বসে পড়ল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার চাচা আবূ তালিবের কাছে বসার কোন জায়গা না পাওয়ায় দরজার এক পাশে বসলেন। আবূ তালিব তাকে বললেনঃ হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! তোমার গোত্রের লোকেরা তোমার বিরুদ্ধে নালিশ করছে যে, তুমি নাকি তাদের দেবতাদের ব্যাপারে কটুক্তি করছ এবং এরূপ এরূপ কথা বলছ? তারা তোমার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ নিয়ে এসেছে। এর উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ হে আমার চাচা! আমিতো তাদের কাছ থেকে শুধু একটি শব্দের স্বীকৃতি চাচ্ছি, যদি তারা তা করে তাহলে সমগ্র আরব জাতি তাদেরকে অনুসরণ করবে এবং অনারবরা তাদেরকে জিযিয়া প্রদান করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বলতে চাচ্ছেন তা তারা চিন্তিত মনে বুঝতে চেষ্টা করল এবং শেষে বললঃ একটি মাত্র শব্দ! তোমার পিতার শপথ! একটি নয়, বরং আমরা দশটি শব্দও বলতে রাযী আছি। বল, কি সেই শব্দ? আবূ তালিবও বললেনঃ হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! সেই শব্দ কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তা হল لا إله إلا الله । এ কথা শোনার সাথে সাথে তারা সবাই রাগে-ক্রোধে দাঁড়িয়ে গেল এবং তাদের পরিধেয় বস্ত্র মাটিতে হেঁচরাতে হেঁচরাতে এই বলে চলে গেলঃ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ সে কি অনেক ইলাহের পরিবর্তে এক ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? এতো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার! তখন এই আয়াতটি সহ بَل لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ (সূরা সোয়াদ৩৮:৮) পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তাফসীর ইবনে কাসীর থেকে সূরা সোয়াদ এর ৫ নং আয়াতের তাফসীর)

এখানেও আমরা একটা বিষয় দেখতে পাচ্ছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশের কিছু লোকদের বললেন শুধু একটা শব্দ বলতে যে শব্দটা বললে সমগ্র আরব জাতি তাদেরকে অনুসরণ করবে এবং অনারবরা তাদেরকে জিযিয়া প্রদান করবে। এমনকি তারা এমন একটি নয় এমন দশটি শব্দ বলতেও রাযী হলো। কিন্তু যখনই সেই শব্দটি বলা হলো তখন তারা সবাই রাগে-ক্রোধে দাঁড়িয়ে গেল এবং তাদের পরিধেয় বস্ত্র মাটিতে হেঁচরাতে হেঁচরাতে চলে গেল। কিন্তু কেন? একটু আগেই তো তারা বললো যে তারা রাযী আছে।
আর আমরাও তো ঐ শব্দটা বলি। মসজিদে ঐ শব্দের দাওয়াত হয়, জিকির হয়, ঐ শব্দের খতম হয়। আমাদের উপর তো কেউ রাগ করে না। আমাদের উপর তো কেউ ক্রোধান্বিত হয় না। আবূ লাহাবের মতো আমাদের পেছনেও কেউ লাগে না। ব্যাপারটা কি? তাহলে কি ঐ শব্দটার অর্থ সেই সময়ে আরবরাই বুঝেছে? আমরা কি বুঝতে পারছি না? যদি আমরা না বুঝতে পারি তাহলে তো আমাদের এই মুসলিম দাবী করা কোন কাজে আসবে না। ইনশাআল্লাহ আমরা এই বইটিতে ঐ শব্দটির অর্থের ব্যাপারে একটা পরিস্কার ধারণা পাবো যে শব্দটি বলার কারণে কুরাইশরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপর ক্ষেপে গিয়েছিল এবং তার চাচা আবূ লাহাব তার বিরুদ্ধাচারন করেছিল। আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টকে কবুল করুন। আমিন।

কালিমায়ে শাহাদাতাইনের দুটি অংশ,

আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসূলুহু। অথার্ৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নাই কোন ইলাহ, আল্লাহ ছাড়া এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল।

ইনশাআল্লাহ আমরা এখন কালিমায়ে শাহাদাতাইনের প্রথম অংশ নিয়ে আলোচনা করবো

আশহাদু আল ‘লা ইলাহা, ইল্লাল্লাহ’, অর্থ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ‘নাই কোন ইলাহ, আল্লাহ ছাড়া।’

প্রাসঙ্গিক কথা

تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ

এ হল সে সব জনপদ, যার কিছু কাহিনী আমি তোমার কাছে বর্ণনা করছি। আর তাদের কাছে তো স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তাদের রাসূলগণ এসেছিল। কিন্তু যা তারা পূর্বে অস্বীকার করেছিল তার প্রতি তারা ঈমান আনার ছিল না। এমনিভাবে আল্লাহ কাফিরদের অন্তরে মোহর মেরে দেন। (সূরা আরাফ ৭:১০১)

ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ

অতঃপর আমি তাঁর পরে অনেক রাসূলকে তাদের কওমের নিকট পাঠিয়েছি এবং তারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিল; কিন্তু তারা ইতঃপূর্বে অস্বীকার করার কারণে ঈমান আনার ছিল না। এমনিভাবে আমি সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তরে মোহর এঁটে দেই। (সূরা ইউনূস ১০:৭৪)

সূরা আরাফ এর ১০১ নং এবং সূরা ইউনুস এর ৭৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন বিভিন্ন জনপদে আল্লাহ রাসূল প্রেরণ করেছিলেন সুস্পষ্ট নিদর্শন সহ। যেমন মূসা (আঃ) এর নিদর্শন ছিল হাতের লাঠি ফেলে দিলে বিশাল সাপে পরিণত হতো, ঈসা (আঃ) এর নিদর্শন ছিল জন্মান্ধের চোখে হাত বুলিয়ে দিলে সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেত আর কুষ্ঠ রোগীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিলে সে ভালো হয়ে যেত ইত্যাদি। কিন্তু সেখানকার লোকজন আগেই রাসূলদেরকে অস্বীকার করার কারণে ঈমান আনল না আর এভাবেই আল্লাহ অবিশ্বাসী কাফেরদের অন্তরে মোহর মেরে দেন। শুরুতেই এই আয়াত দুটো বলার উদ্দেশ্যে হল আমরা যা বলতে চাই আপানারা যদি তা শুনার আগেই আমাদের অবহেলা করেন তাহলে আপনি সেই অস্বীকারকারীদের দলে পরে যেতে পারেন এবং আল্লাহ আপনার অন্তরে মোহর মেরে দিতে পারেন।

الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ ۖ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ

যারা নিজেদের কাছে কোন দলীল-প্রমাণ না আসলেও আল্লাহর নিদর্শনাবলীর ব্যাপারে বাক-বিতন্ডা করে। আল্লাহর দৃষ্টিতে আর মুমিনদের দৃষ্টিতে (এ আচরণ) খুবই ঘৃণিত। আল্লাহ এভাবে প্রত্যেক দাম্ভিক স্বৈরাচারীর অন্তরের উপর মোহর মেরে দেন। (সূরা মুমিন ৪০:৩৫)

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ ۙ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُم بِبَالِغِيهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

নিশ্চয় যারা তাদের নিকট আসা কোন দলীল- প্রমাণ ছাড়াই আল্লাহর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে বিতর্ক করে, তাদের অন্তরসমূহে আছে কেবল অহঙ্কার, তারা কিছুতেই সেখানে (সাফল্যের মনযিলে) পৌঁছবে না। কাজেই তুমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও, নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সূরা মুমিন ৪০:৫৬)

সূরা মুমিন এর ৩৫ এবং ৫৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন “যারা নিজেদের কাছে আসা কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে বিতর্ক করে। তাদের এ কাজ আল্লাহ এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের কাছে বড়ই ঘৃণিত। তাদের অন্তরসমূহে আছে কেবল অহঙ্কার।” তাই দয়া করে বিতর্ক না করে আমাদের কথা বুঝার চেষ্টা করুন কারন আমরা কুরআন এর দলীল দিয়েই সব কথা বলার চেষ্টা করবো। ইনশাআল্লাহ!

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ

যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে অতঃপর তার মধ্যে যা উত্তম তা অনুসরণ করে তাদেরকেই আল্লাহ হিদায়াত দান করেন আর তারাই বুদ্ধিমান। (সূরা আয-যুমার ৩৯:১৮)

আর সূরা যুমার এর ১৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন “যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে অতঃপর তার মধ্যে যা উত্তম তা অনুসরণ করে তাদেরকেই আল্লাহ হিদায়াত দান করেন আর তারাই বুদ্ধিমান।” কাজেই আপনাকে শুনার সময় ভালোটাও শুনতে হবে এবং মন্দটাও শুনতে হবে কিন্তু আপনি অনুসরণ করবেন ভালটা তাহলেই আল্লাহ আপনাকে হেদায়াত দান করবেন এবং আপনি হবেন বুদ্ধিমান। তাই আমরা আপনাকে অনুরোধ করছি আমাদের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনুন, আপনার এখনই মানার দরকার নেই। আপনি আমাদের কথা যাচাই করে নিন তারপর মানা না মানা আপনার একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার।

আমরা জানি যে মুসলিম হতে হলে কালিমার সাক্ষ্য দিতে হয়। যেটাকে শাহাদাতাইন বলা হয় অর্থাৎ দুটি বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়ার পর একজন মানুষ আল্লাহর কাছে মুসলিম হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়। আর কালিমা শাহাদাইন হলো, আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসূলুহু। অথার্ৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নাই কোন ইলাহ, আল্লাহ ছাড়া এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল।

একটি বিষয়, যদি কেউ না বুঝে, না জেনে কোন বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় তাহলে তার সাক্ষ্য কিন্তু গ্রহণ করা হয় না। উদাহরণ স্বরূপ, একজন ব্যক্তিকে এক চোরের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য আনা হলো এবং তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো তুমি কি তাকে চুরি করতে দেখেছো? সে উত্তর দিল না। তাকে আবার জিজ্ঞাসা করা হলো চোর কি জিনিস চুরি করেছে তুমি কি জানো? সে উত্তরে বললো জানি না। তাকে আবার জিজ্ঞাসা করা হলো সে কবে, কোথায়, কখন চুরি করেছে তা কি তুমি জানো? এবারও সে জবাব দিলো আমি জানি না। আপনারাই বলুন এই ব্যক্তির সাক্ষ্য কি গ্রহণ করা হবে? স্বাভাবিক ভাবেই বলা যায় যে কখনোই গ্রহণ করা হবে না। ঠিক একই ভাবে কোন ব্যক্তিকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় আপনি যে কালিমার সাক্ষ্য দিলেন এই কালিমা দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে, কালিমার পূর্ণাঙ্গ অর্থ কি, কালিমা বললে আপনাকে কি কি কাজ করতে হবে আর কি কি কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে আপনি কি তা জানেন? যদি সেই ব্যক্তি উত্তর দেয় আমি জানি না। তাহলে আপনারই বলুন তার বলা সেই কালিমার সাক্ষ্য কি গ্রহন করা হবে? এখানেও স্বাভাবিক ভাবেই বলা যায় যে তা গ্রহণ করা হবে না। কারণ সে না বুঝে, না জেনে সাক্ষ্য দিয়েছে। কাজেই আমাদেরকে কালিমার সাক্ষ্য দিতে হলে পূর্ণাঙ্গভাবে জেনে, বুঝে এবং মানার মনমানসিকতা নিয়ে সাক্ষ্য দিতে হবে তাহলেই আল্লাহর কাছে কালিমা গ্রহণযোগ্য হবে এবং আমরা মুসলিম হিসেবে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবো।

শাহাদাতাইন এর প্রথম অংশে আমরা সাক্ষ্য দেই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' যার অর্থ 'নাই কোন ইলাহ বা মা'বুদ, আল্লাহ ছাড়া।'

মনে করুন যদি এই বাক্যটিতে ইলাহ এর জায়গায় 'খ্বলিক' অর্থাৎ 'সৃষ্টিকর্তা থাকতো তাহলে অর্থ হতো নাই কোন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ছাড়া। আমরা ব্ঝতাম যে এখানে আল্লাহর সৃষ্টি করার গুনের কথা বুঝানো হচ্ছে। অর্থাৎ সৃষ্টি করার ক্ষমতা কেবল মাত্র আল্লাহ তা'আলার। অথবা এখানে যদি ইলাহ এর জায়গায় 'রাজ্জাক' অর্থাৎ 'রিযিকদাতা' থাকতো তাহলে অর্থ হতো নাই কোন রিযিকদাতা আল্লাহ ছাড়া। আমরা বুঝতাম যে এখানে আল্লাহর রিযিক দেয়ার গুনের কথা বুঝানো হচ্ছে। অর্থাৎ রিযিক দেয়ার ক্ষমতা কেবল মাত্র আল্লাহ তা'আলার। ঠিক একই ভাবে এখানে ইলাহ বলে আল্লাহর একটা বিশেষ গুনের কথা বুঝানো হচ্ছে যেটি আল্লাহ ছাড়া আর কারো নাই। অর্থাৎ ইলাহ হবার একমাত্র যোগ্য আল্লাহ। আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইলাহ হবার যোগ্যতা নাই। ইনশাআল্লাহ এখন আমরা ইলাহ শব্দটির বিশ্লেষণ করবো।

ইলাহ বা মা'বুদ শব্দের বিশ্লেষণ

মা'বুদ শব্দটি আরবি 'আবদ' শব্দ থেকে এসেছে। 'আবদ' শব্দের অর্থ দাস। আর যার দাসত্ব করা হয় তাকে বলা হয় মা'বুদ। অর্থা আপনি যার দাসত্ব করবেন অর্থাৎ যার হুকুম যার বিধি-বিধান যার আইন আপনি মানবেন তিনি হচ্ছেন আপনার মা'বুদ। এটা যে কোন ধরনের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে হতে পারে।

আর ইলাহ শব্দটির অর্থও ব্যাপক। ইলাহ বলতে বুঝানো হয় যার উপসনা করা হয়, যাকে শ্রদ্ধা করা হয়, যার ইবাদাত করা হয়, যার আনুগত্য করা হয় অর্থাৎ যার হুকুম মানা হয়, আইন মানা হয়, বিধি-বিধান মানা হয়।

সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, কালিমাটিতে বলা হচ্ছে, "নাই কোন ইলাহ (অর্থাৎ আইনদাতা, হুকুমদাতা, বিধি-বিধানদাতা, ইবাদাত এবং আনুগত্য পাবার যোগ্য কেউ), আল্লাহ ছাড়া।"

এখন আল্লাহ ছাড়া আসলেই কি কোন ইলাহ আছে নাকি নেই আর যদি থেকেই থাকে তাহলে কিভাবে তারা ইলাহ হলো এই বিষয়গুলো আমরা কুরআন থেকে দেখবো ইনশাআল্লাহ।

ইলাহ হিসেবে মূর্তি

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً ۖ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

আর (স্মরণ কর) যখন ইবরাহীম তার পিতা আযরকে বলেছিল, 'তুমি কি মূর্তিগুলোকে ইলাহরূপে গ্রহণ করছ? নিশ্চয় আমি তোমাকে তোমার কওমকে স্পষ্ট গোমরাহীতে দেখছি'। (সূরা আনআম ৬:৭৪)

কুরআনের এই আয়াতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইবরাহিম (আ) এর বাবা আযর মুর্তিকে ইলাহ বানিয়ে নিয়েছিল। তিনি মূর্তিকে কিভাবে ইলাহ বানালেন এটা আমরা কুরআন থেকেই বুঝার চেষ্ট করবো।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا

আর স্মরণ কর এই কিতাবে ইবরাহীমকে। নিশ্চয় সে ছিল পরম সত্যবাদী, নবী।

যখন সে তার পিতাকে বলল, 'হে আমার পিতা, তুমি কেন তার ইবাদাত কর যে না শুনতে পায়, না দেখতে পায় এবং না তোমার কোন উপকারে আসতে পারে'? (সূরা মারইয়াম ১৯: ৪১-৪২)

সূরা মারইয়ামের এই আয়াতের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারছি যে. ইবরাহিম (আ) এর বাবা মুর্তির ইবাদাত করতো আর এই ইবাদাত করতে গিয়ে উনি মূর্তিকে শুনাতো যেহেতু বলা আছে না শুনতে পায় অর্থাৎ সে মূর্তির কাছে চাইতো। কালিমাতে বলা হচ্ছে নাই কোন ইলাহ আল্লাহ ছাড়া। আর স্বাভাবিক ভাবেই বুঝা যাচ্ছে ইবরাহিম (আ) এর বাবা মূর্তিকে শুনানো, দেখানোর এবং মূর্তি তার কোন উপকার করতে পারে এই বিশ্বাসের মাধ্যমে ইলাহ বানিয়ে নিয়েছিল।

আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্যে চাই কারণ আল্লাহ আমাদেরকে উনার কাছে চাইতে বলেছেন।

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

আর তোমাদের রব বলেছেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের জন্য সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা অহঙ্কার বশতঃ আমার ইবাদাত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।' (সূরা মুমিন ৪০:৬০)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

আপনারই আমরা ইবাদাত করি এবং আপনারই নিকট আমরা সাহায্য চাই। (সূরা ফাতিহা ১:৫)

তাহলে বুঝা যাচ্ছে যা আল্লাহর কাছে চাওয়া হয় তা যদি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে চাওয়া হয় তাকে ইলাহ বানিয়ে নেয়া হয়। যেমন, আল্লাহ ছাড়া কেউ সন্তান দিতে পারে না, কেউ রোগ থেকে মুক্ত করতে পারে না, কেউ বৃষ্টি দিতে পারে না, কেউ রিযিক দিতে পারে না ইত্যাদি। এই জিনিসগুলো যদি কেউ আল্লাহকে বাদ কোন মূর্তির কাছে চায় তাহলে সে তাকে ইলাহ হিসেবে গ্রহন করলো আল্লাহকে বাদ দিয়ে।

আবার দেখার বিষয়টা, আয়াতে বলা হচ্ছে কেন তার ইবাদাত করো যে না দেখতে পায়। তার মানে কিছু ইবাদাত আছে যা আল্লাহকেই দেখানো যাবে অন্য কাউকে দেখালে সে ইলাহ হয়ে যেতে পারে। যেমন সিজদা, সিয়াম, কুরবানি ইত্যাদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে দেয়াও যাবে না অন্য কারো জন্য করাও যাবে না। অর্থাৎ শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য যে কাজগুলো করা হয় সেগুলো আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো জন্য করলে তাকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করা হবে। আর কোন কাজের সাথে অন্তরের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ কারন সে কি উদ্দেশ্যে নিয়ে কাজটি করছে আল্লাহ তা'আলা তাও দেখবেন।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শারীরিক সৌন্দর্য ও ধনসম্পদের দিকে লক্ষ্য করবেন না বরং তোমাদের অন্তর ও কাজের দিকে লক্ষ্য করবেন। (মুসলিম, ৮ম খন্ড, সদ্ব্যবহার, পারস্পরিক সম্পর্ক ও শিষ্টাচার অধ্যায়, হাদীস নং ৬৩৬০)

এরপর আয়াতটিতে বলা হয়েছিল না তোমার উপকারে আসতে পারে। এটা দ্বারা বুঝা যাচ্ছে ইবরাহীম (আ.) এর পিতা মনে করতেন মূর্তি তার কোনো উপকার করতে পারে। তাহলে আমরা দেখছি যে, যদি কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মূর্তি উপকার বা অপকার করতে পারে এই ধারণা পোষণ করে তাহলে সে আল্লাহকে বাদ দিয়ে ঐ মূর্তিকে ইলাহ হিসাবে গ্রহণ করে।

কুরআনে আমরা দেখতে পাই যে, উপকার এবং অপকার করার মালিক আল্লাহ তা'আলা।

وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোন দুর্দশা দ্বারা স্পর্শ করেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূরকারী কেউ নেই। আর যদি কোন কল্যাণ দ্বারা স্পর্শ করেন তবে তিনিই তো সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (সূরা আল-আন' আম ৬ :১৭)

إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

যদি আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেন তবে তোমাদের উপর বিজয়ী কেউ নেই। আর যদি তিনি তোমাদেরকে লাঞ্ছিত করেন তবে কে এমন আছে যে, তোমাদেরকে এর পক্ষে সাহায্য করবে? আর আল্লাহর উপরই যেন মুমিনগণ তাওয়াক্কুল করে। (সূরা আলে' ইমরান ৩:১৬০)

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন বিপদই আপতিত হয় না। যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ তার অন্তরকে সৎপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বজ্ঞ। (সূরা আত্ তাগাবুন ৬৪:১১)

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

আর তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, কে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে 'আল্লাহ'। বল, 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ আল্লাহ আমার কোন ক্ষতি চাইলে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ডাক তারা কি সেই ক্ষতি দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমাকে রহমত করতে চাইলে তারা সেই রহমত প্রতিরোধ করতে পারবে'? বল, 'আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট'। তাওয়াক্কুলকারীগণ তাঁর উপরই তাওয়াক্কুল করে। (সূরা আয-যুমার ৩৯:৩৮)

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

যমীনে এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যে এমন কোন মুসীবত আপতিত হয় না, যা আমি সংঘটিত করার পূর্বে কিতাবে লিপিবদ্ধ রাখি না। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ।

যাতে তোমরা আফসোস না করো তার উপর যা তোমাদের থেকে হারিয়ে গেছে এবং তোমরা উৎফুল্ল না হও তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার কারণে। আর আল্লাহ কোন উদ্ধত ও অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না। (সূরা আল-হাদীদ ৫৭:২২-২৩)

তিরমিযীর একটি হাদীসে রয়েছে

ইবনু আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক সময় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে ছিলাম। তিনি বললেনঃ হে তরুন! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি- তুমি আল্লাহ তা'আলার (বিধি-নিষেধের) রক্ষা করবে, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখবে, আল্লাহ তা'আলাকে তুমি কাছে পাবে। তোমার কোন কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে আল্লাহ তা'আলার নিকট চাও, আর সাহায্য প্রার্থণা করতে হলে আল্লাহ তা'আলার নিকটেই করো। আর জেনে রাখো, যদি সকল উম্মাতও তোমার কোন উপকারের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয় তাহলে ততটুকু উপকারই করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। অপরদিকে যদি সকল উম্মাত তোমার কোন ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে একতাবদ্ধ হয়, তাহলে ততটুকু ক্ষতিই করতে সক্ষম হবে, যতটুকু আল্লাহ তা'আলা তোমার তাক্বদিরে লিখে রেখেছেন। কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজসমূহও শুকিয়ে গেছে। (তিরমিযি, ৫ম খন্ড, কিয়ামাত ও মর্মস্পর্শী বিষয় অধ্যায়, হাদীস নং ২৫১৬)

উপরের আয়াত এবং হাদীস গুলো থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, উপকার এবং অপকার করার মালিক আল্লাহ। তাই আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ উপকার বা অপকার করতে পারে বিশ্বাস করলে তাকেই ইলাহ বানিয়ে নেয়া হবে।

ইলাহ হিসেবে কবর, মাজার

আমরা এই মূর্তির শ্রেনীতে কবর বা মাজার গুলোকে আনতে পারি। কেননা এইসব জায়গায় গিয়েও মানুষ বিভিন্ন জিনিস চায় যা শুধুমাত্র আল্লাহ দিতে পারেন। মাজারের উদ্দেশ্যে মানুষ কুরবানী করে, মাজারে দান-সদাকা করে, মাজারে সিজদা করে, মানত করে, মাজারে তাওয়াফও করা হয়। তাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় কেন আপনারা মাজারে যাচ্ছেন সরাসরি আল্লাহর কাছে চাইলেই তো হয়। তখন তারা উত্তরে যা বলে আল্লাহ কুরআনে আমাদেরকে তা জানিয়ে দিয়েছেন।

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۚ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

জেনে রেখ, আল্লাহর জন্যই বিশুদ্ধ ইবাদাত-আনুগত্য। আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে তারা বলে, 'আমরা কেবল এজন্যই তাদের 'ইবাদাত করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে।' যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছে আল্লাহ নিশ্চয় সে ব্যাপারে তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। যে মিথ্যাবাদী কাফির, নিশ্চয় আল্লাহ তাকে হিদায়াত দেন না। (সূরা যুমার ৩৯:৩)

আর মৃত ব্যক্তিকে কিছু শোনানো যাবে না এবং কবরে যে আছে তাকেও কিছু শুনানো যাবে না এ ব্যাপারেও আল্লাহ স্পষ্ট বলে দিয়েছেন।

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ

নিশ্চয় তুমি মৃতকে শোনাতে পারবে না আর তুমি বধিরকে আহবান শোনাতে পারবে না, যখন তারা পিঠ দেখিয়ে চলে যায়। (সূরা নামল ২৭:৮০)

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ ۖ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ

আর জীবিতরা ও মৃতরা এক নয়। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শুনাতে পারেন, কিন্তু যে ব্যক্তি কবরে আছে তাকে তুমি শুনাতে পারবে না। (সূরা ফাতির ৩৫:২২)

আর মাজারের মৃত ব্যক্তি কাউকে সাহায্য করতেও সক্ষম নয়।

وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ

لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ

অথচ তারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্য সব ইলাহ গ্রহণ করেছে, এই প্রত্যাশায় যে, তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।

এরা তাদের কোন সাহায্য করতে সক্ষম হবে না, বরং এগুলোকে তাদের বিরুদ্ধে বাহিনীরূপে হাযির করা হবে।(সূরা ইয়াসীন ৩৬:৭৪-৭৫)

এ ব্যাপারে একটি হাদীস

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিন আছে, তিনি বলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কেউ যদি অভাব-অনটনে পড়ে তা মানুষের নিকট উপস্থাপন করে তাহলে তার অভাব-অনটন দূর হবে না। আর যে ব্যক্তি অভাব অনটনে পড়ে তা আল্লাহ তা'আলার নিকট উপস্থাপন করে তবে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তাকে দ্রুত অথবা বিলম্বে রিযিক দান করেন। (তিরমিযি, ৪র্থ খন্ড, দুনিয়াবী ভোগ বিলাসের প্রতি অনাসক্তি, হাদীস নং ২৩২৬)

হাদীসটিতে আমরা দেখলাম আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে কিছু চাইলে আল্লাহ তা দিবেন না এবং আমরা দেখলাম যে কবর আর মাজার কিভাবে ইলাহ হতে পারে।

ইলাহ হিসাবে শহীদ মিনার, স্মৃতি সৌধ, শিখা অর্নিবান, শিখা চিরন্তন, ছবি

মূর্তি, কবর বা মাজার যেই অর্থে ইলাহ শহীদ মিনার, স্মৃতি সৌধ শিখা অর্নিবান, শিখা চিরন্তন, ছবি কিন্তু সেই অর্থে ইলাহ নয়। কারণ শহীদ মিনার, স্মৃতি সৌধ শিখা অর্নিবান, শিখা চিরন্তন, ছবির কাছে গিয়ে কেউ কিছু চায়না। এখানে দেখার বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে। ইবরাহীম (আ.) তার পিতাকে বলেছিল তুমি কেন তার ইবাদাত করো যে দেখতে পায় না। (সূরা মারইয়াম ১৯:৪২)

শহীদ মিনার, স্মৃতি সৌধ, শিখা অর্নিবান, শিখা চিরন্তন আর বিশেষ ব্যক্তির ছবির সামনে গিয়ে মানুষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছে। যেমন শহীদ মিনারে, স্মৃতি সৌধে গিয়ে মানুষ খালি পায়ে মাথা নিচু করে ফুল দিয়ে সম্মান প্রদর্শন

করছে। তারপর এক মিনিট, দুই মিনিট নিরবতা পালন করছে। শিখা অর্নিবান, শিখা চিরন্তন এবং ছবির সামনে গিয়ে স্যালুট দিচ্ছে সেখানেও নিরবতা পালন করা হচ্ছে। বিশেষ ব্যক্তির জন্মদিবস অথবা মৃত্যু দিবসকে অথবা বিশেষ কোন দিবসকে কেন্দ্র করে ছুটি ঘোষনা করা হচ্ছে, নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। মানুষ এই দিনগুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ইসলাম বিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত হচ্ছে। কোন কারণ ছাড়াই কোটি কোটি টাকা নষ্ট করা হচ্ছে।

যেই সম্মান মানুষ আল্লাহকে দিবে সেই সম্মান দিয়ে দিচ্ছে শহীদ মিনারকে, স্মৃতি সৌধকে শিখা অনির্বান, শিখা চিরন্তন এবং বিশেষ ব্যক্তির ছবিকে।

অর্থাৎ তারা সম্মান দেখাতে গিয়ে শহীদ মিনার, স্মৃতি সৌধ, শিখা অর্নিবান, শিখা চিরন্তন আর বিশেষ ব্যক্তির ছবিকে ইলাহ বানিয়ে ফেলেছে।

আমরা কুরআনে দেখতে পাই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হবে বিশেষতঃ মধ্যবর্তী সালাতের এবং আল্লাহর উদ্দেশে তোমরা বিনীতভাবে দন্ডায়মান হও। (সূরা বাকারা ২:২৩৮)

এই আয়াতেআল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়াতে বলেছেন যা আমরা সালাতের সময় করে থাকি। আমরা খুবই বিনয়ের সাথে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দাঁড়াই। এই আয়াত অনুযায়ী যদি আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়ালে আল্লাহ তা'আলাকে সম্মান প্রদর্শন করা হয় তাহলে শহীদ মিনার, স্মৃতি সৌধ, শিখা অর্নিবান, শিখা চিরন্তন আর বিশেষ ব্যক্তির ছবির সামনে নিরবে বিনয়ের সাথে দাঁড়ালে কার সম্মান করা হবে? অবশ্যই সেই সমস্ত জিনিসেরই সম্মান প্রদর্শন করা হবে আর এভাবেই আল্লাহকে বাদ দিয়ে সেগুলোকে ইলাহ বানানো হবে।

আর দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করার ব্যাপারে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে।

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবীদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাইতে বেশি প্রিয় ব্যক্তি আর কেউ ছিলেন না। অথচ তারা তাঁকে দেখে দাঁড়াতেন না। কেননা তারা জানতেন যে, তিনি এটা পছন্দ করেন না। (তিরমিযি, ৫ম খন্ড, শিষ্টাচার অধ্যায়, হাদীস নং ২৭৫৪)

আবু মিজলায (রাহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুআবিয়াহ (রা.) বাইরে বের হলে তাকে দেখে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর ও ইবনু সাফওয়ান দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি বললেন, তোমরা দুজনেই বস। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছিঃ এতে যে লোক আনন্দিত হয় যে, মানুষ তার জন্য মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকুক, সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্দিষ্ট করে নেয়। (তিরমিযি, ৫ম খন্ড, শিষ্টাচার অধ্যায়, হাদীস নং ২৭৫৫)

আর এ সমস্ত কর্মকান্ড বিজাতীয়দের সংস্কৃতি। মুসলিমদের সংস্কৃতি নয়। আর যারা বিজাতিয়দের অনুকরণকারী ব্যক্তি মুসলিমদের দলভুক্ত নয়।

আমর ইবনু শুআইব (রাহ.) হতে পর্যায়ক্রমে তার বাবা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ বিজাতির অনুকরণকারী ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়। তোমরা ইয়াহূদী-নাসারাদের অনুকরণ করো না। কেননা ইয়াহূদীগণ আঙ্গুলের ইশারায় এবং নাসারাগণ হাতের ইশারায় সালাম দেয়। (তিরমিযি, ৫ম খন্ড, অনুমতি প্রার্থণা অধ্যায়, হাদীস নং ২৬৯৫)

আল্লাহর জন্য যে কাজ করা হয় তা অন্য কারো জন্য করলে এবং যা কিছু আল্লাহ কাছে চাওয়া হয় তা অন্য কারো কাছে চাইলে তাকেই ইলাহ বানিয়ে নেয়া হবে।

ইলাহ বা মাবুদ ও রব হিসেবে আলেম, পীর-দরবেশ, ধর্মীয় নেতা, বুর্জুগু, মুরুব্বি, ইমাম, খতিব, পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়ামপুত্র মাসীহকেও। অথচ তারা এক ইলাহের ইবাদত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছে, তিনি ছাড়া কোন (হক) ইলাহ নেই। তারা যে শরীক করে তিনি তা থেকে পবিত্র। (সুরা তওবা ৯:৩১)

এই আয়াতে বলা হয়েছে তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে। পরে আবার বলা হয়েছে অথচ তারা এক ইলাহের ইবাদাত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছিল। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, আল্লাহ তা’আলা প্রথমে বললেন রব হিসেবে গ্রহণ করেছে তারপর বললেন এক ইলাহের ইবাদাত করতে বলা হয়েছিল তাদেরকে যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে। তার মানে বুঝা যাচ্ছে রব আর ইলাহ এর ধারনা প্রায় কাছাকাছি। কারণ যিনি রব হবেন তিনি ইলাহ হবেন। রব অর্থাৎ সার্বভৌম ক্ষমতার যিনি মালিক, যিনি সকল কিছুকে একাই প্রতিপালন করেন। যেহতু তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক এবং তিনি সকল কিছুকে একাই প্রতিপালন করেন সেহেতু তিনিই তো সবার জন্য আইন ও কানুন, বিধি-বিধান দিবেন অর্থাৎ ইলাহ হবেন।

এই আয়াতের তাফসীরে একটি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে।

আদী ইবনু হাতিম (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি গলায় স্বর্ণের ক্রুশ পরে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে এলাম। তিনি বললেনঃ হে ‘আদী! তোমার গলা হতে এই প্রতিমা সরিয়ে ফেল। (এই বলে) আমি তাকে সূরা বারাআতের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করতে শুনলাম (অনুবাদ) “তারা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত তাদের পণ্ডিতগণকে ও সংসারবিরাগীগণকে তাদের প্রভু বানিয়ে নিয়েছে" (সূরা আত-তাওবাহ ৩১)।

তারপর তিনি বললেনঃ তারা অবশ্য তাদের পূজা করত না। তবে তারা কোন জিনিসকে যখন তাদের জন্য হালাল বলত তখন সেটাকে তারা হালাল বলে মেনে নিত। আবার তারা কোন জিনিসকে যখন তাদের জন্য হারাম বলত তখন নিজেদের জন্য উহাকে হারাম বলে মেনে নিত। (তিরমিযি, ৫ম খন্ড, তাফসীরুল কুরআন অধ্যায়, হাদীস নং ৩০৯৫)

এই হাদীসটিতে আমরা দেখতে পাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে মানুষ কিভাবে অন্য মানুষকে রব বা ইলাহ বানিয়ে নেয়। হাদীসে বলা হচ্ছে “তারা কোন জিনিসকে যখন তাদের জন্য হালাল বলতো তখন সেটাকে তারা হালাল বলে মেনে নিত” অর্থাৎ জিনিসটা আসলে হালাল কিনা তা যাচাই করতো না। অর্থাৎ আল্লাহ তাদের জন্য যে বিধি-বিধান নাযিল করেছিল সেই বিধি-বিধানকে তারা কোন রকম যাচাই বাছাই ছাড়াই তাদের পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদের হালাল করা বিষয় হালাল বলে মেনে নিত। একই ভাবে “তারা কোন জিনিসকে যখন তাদের জন্য হারাম বলত তখন নিজেদের জন্য উহাকে হারাম বলে মেনে নিত” অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধি-বিধানকে তারা কোন রকম যাচাই বাছাই ছাড়াই তাদের পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদের হারাম করা বিষয় হারাম বলে মেনে নিত।

এখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম আল্লাহ মানুষের জন্য যে বিধি-বিধান নাযিল করেছেন সেই বিধি-বিধানে যা কিছু হালাল করা হয়েছে এবং যা কিছু হারাম করা হয়েছে তা যদি কেউ (সে যেই হোক না কেন) পরিবর্তন করে এবং পরিবর্তন কারীর পরিবর্তন যদি কেউ মেনে নেয় তাহলে সে বা সেই সকল লোক ঐ পরিবর্তনকারীকে রব বা ইলাহ বানিয়ে নিল।

এই শ্রেনীটা নিয়ে আমরা এখন একটু বিস্তারিত আলোচনা করবো।

এই শ্রেনীতে আমরা যে কোন ব্যক্তিকেই ফেলতে পারি যারা আল্লাহ্‌র দেয়া হালাল এবং হারামের বিধি-বিধানকে পরিবর্তন করে। আমাদের সমাজে আমরা দেখি ইসলাম অনুমোদন করে না এমন অনেক প্রথা প্রচলিত আছে। যেমন, মানুষ মারা গেলে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান ও সওয়াবের উদ্দেশ্যে করা হয় এমন কাজ আছে যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা সাহাবীদের থেকে প্রমাণিত নয়। যেমন, কুলখানি, চল্লিশা, মিলাদ, বিভিন্ন প্রকার খতম, শবে মেরাজ, শবে বরাতকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কাজ ইত্যাদি যত কাজ আছে যেগুলো মানুষ পরবর্তিতে তৈরী করেছে যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা সাহাবীদের থেকে প্রমাণিত নয় এবং যারা এগুলো মেনে নিয়ে করছে তারা সবাই এই সমস্ত কাজের প্রচলনকারীকে রব বা ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে।

একটি হাদীসে আমরা দেখতে পাই

আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কেউ আমাদের এই শরীয়াতে সংগত নয় এমন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটালে তা প্রত্যাখ্যান করো হবে। (বুখারী, ৫ম খন্ড, সন্ধি অধ্যায়, হাদীস নং ২৫১৭)

এই হাদীসটিতে স্পষ্ট বলা আছে শরীয়ত সংগত নয় অর্থাৎ শরীয়তে নেই এমন কিছু যদি কেউ শরীয়তে অনুপ্রবেশ করে তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত অর্থাৎ তা সম্পূর্ণরূপে বাতিল।

আরেকটি হাদীস

জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর খুতবায় বলতেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার যথাযোগ্য প্রশংসা এবং গুন বর্ণনা করতেন। অতঃপর বলতেন- আল্লাহ যাকে হিদায়াত করেন তাকে ভ্রষ্টকারী কেউ নেই। আর তিনি যাকে ভ্রষ্ট করেন তার কোন হিদায়াতকারী নেই। সবচাইতে সত্য কথা আল্লাহর কিতাব। সর্বোত্তম পথ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেখানো পথ। নিকৃষ্ট কাজ নতুন আবিষ্কার আর কর্মের মধ্যে সকল নতুন আবিষ্কার বিদ'আত আর সকল বিদ'আতের পরিণতি জাহান্নাম।...(নাসাই, ১ম খন্ড, পর্ব: উভয় ঈদের নামায, হাদীস নং ১৫৭৮)

বিদআদ শব্দটি আরবী البدع শব্দ থেকে গৃহীত হয়েছে। বিদআত শব্দের আভিধানিক অর্থ নতুন আবিষ্কার। শরিয়াতের পরিভাষায় বিদআত হচ্ছে দ্বীনের নামে নতুন কাজ, নতুন ইবাদাত আবিষ্কার করা। এই হাদীসে বলা হয়েছে নিকৃষ্ট কাজ নতুন আবিষ্কার আর কর্মের মধ্যে সকল নতুন আবিষ্কার বিদ'আত। এখানে বুঝানো হয়েছে ইসলামের শরীয়তে নেই এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীদের থেকেও প্রমানিত নয় এমন কোন ইবাদাত সওয়াবের উদ্দেশ্যে করা নতুন আবিষ্কারের অন্তর্ভুক্ত হবে আর তাকেই বলা হবে বিদ'আত।

কোন পীর বলল জিকির এই নিয়মে করতে হবে। অথচ ঐ নিয়মে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা সাহাবীরা জিকির করেন নাই। এখন ঐ পীরকে মেনে নিলে পীরকে রব বা ইলাহ বানিয়ে নেয়া হবে।

মসজিদের ইমাম বা খতিব যদি বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময় মদ বানানো হতো খেজুর ভিজানো পানি দিয়ে তা অতটা স্বাস্থ্যসম্মত ছিল না। তাই তা হারাম ছিল। আর এখন মদ তৈরী করা হয় মেশিনে অনেক পরিচ্ছন্নভাবে। তাই এখন মদ খাওয়া হালাল। ঐ ইমাম বা খতিবকে কেউ যদি মেনে নেয় তাহলে তাকে ইলাহ বা রব হিসাবে গ্রহণ করা হবে। ঠিক একই কাজ যদি কোন দেশের শাসক করে, যেমন মদ এর বৈধতা দেয়ার জন্য মদ এর লাইসেন্স তৈরি করে এবং বলা হয় যারা টাকার বিনিময়ে লাইসেন্স নিয়ে মদ খাবে তাদের জন্য মদ বৈধ (হালাল) আর অন্যদের জন্য অবৈধ (হারাম)। তাহলে সেই শাসককে যদি কেউ বা কোন গোত্র বা ঐ শাসকের প্রজারা মেনে নেয় তাহলে ঐ শাসককে ইলাহ বানিয়ে নেয়া হবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা একটু পরেই করা হবে।

কোন ধর্মীও দলের নেতা অথবা মুরুব্বী অথবা বুজুর্গ ধরনের কেউ যদি দ্বীন এর মধ্যে নতুন কিছু চালু করে যেমন প্রতি বছর ইসতেমার নামে আখেরী মোনাজাত। কুরআন কথা হাদীস বাদ দিয়ে দিনের পর দিন ফাজায়েলে আমল নামক বই থেকে বিভিন্ন গল্প মসজিদে বসে তালিম করা এবং তা দিয়ে মানুষকে দাওয়াত দেয়া। এগুলোর কারণে সমাজের খুব সাধারন শ্রেণীর মানুষের মুখে কিছু কুফুরি কথা শোনা যায়। যেমন অনেকে বলে ইজতেমা হলো দ্বিতীয় হজ্জ (নাউযুবিল্লাহ)।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যাক্তি ইসলামে কোন নেক প্রথা চালু করবে, সে তার নেককর্মের সাওয়াব পাবে এবং ঐ ব্যাক্তির সম পরিমাণ সাওয়াবও লাভ করবে যে ব্যাক্তি তার পরে ঐ নেক আমল করবে, এতে তাদের নেকী বিন্দুমাত্র ও কমবে না। পক্ষান্তরে যদি কোন ব্যাক্তি ইসলামে কোন কুপ্রথা চালু করে তবে এ অসৎকর্মের গুনাহ তার উপর বর্তাবে এবং ঐ ব্যাক্তির গুনাহও যে তার পরবর্তীতে সে অসৎকর্ম করবে, এতে তাদের গুনাহ বিন্দু পরিমাণ ও কম বেশী হবে না। (মুসলিম, ৩য় খন্ড, যাকাত অধ্যায়, হাদীস নং ২২২১)

এমনিভাবে পিতা-মাতা যদি সন্তানকে অথবা স্বামী স্ত্রীকে বা স্ত্রী স্বামীকে দ্বীন পালনের কোন কাজে যদি বাধা তৈরী করে এবং এই বিষয়টি যদি সন্তান বা স্বামী-স্ত্রী মেনে নেয় তাহলে সেও তাকে ইলাহ বা রব বানিয়ে নিবে। যেমন সন্তান বা স্বামীকে দাড়ি রাখেতে না দেয়া, স্ত্রীকে পর্দা করতে না দেয়া ইত্যাদি ইসলামের যে কোন বিষয় হতে পারে।

মুহাম্মদ ইবনু বাশশার (রহঃ) .... আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ক্ষুদ্র সেনাদল প্রেরণ করলেন এবং এক ব্যাক্তিকে তাদের আমীর নিযুক্ত করে দিলেন। তিনি (আমীর) অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জলিত করে বললেনঃ তোমরা এতে প্রবেশ কর। কতিপয় লোক (আমীরের আনুগত্যের মানসে) তাতে প্রবেশ করতে যাচ্ছিল। এ সময় অন্যরা বলল, আমরা তো (ইসলাম গ্রহণ করে) আগুন থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে চেয়েছি।

পরে তারা এ ঘটনা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট ব্যক্ত করলেন। তখন তিনি যারা আগুনে প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ যদি তারা তাতে প্রবেশ করত তাহলে কিয়ামত পর্যন্তই সেখানে থাকত। আর অন্যদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ আল্লাহর নাফরমানীর কাজে কোনরূপ আনুগত্য নেই। আনুগত্য করতে হবে কেবলমাত্র বৈধ কাজে। (বুখারী, ১০ম খন্ড, খবরে ওয়াহিদ অধ্যায়, হাদীস নং ৬৭৬৩)

যেমন আমরা দাড়ির বিষয়টি দেখতে পারি উদাহরন স্বরূপ।

বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা রাহ. বলেন, জনৈক অগ্নিপূজক আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসেছিল। তার দাড়ি মুন্ডানো ছিল ও মোচ লম্বা ছিল। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এটা কী?' সে বলল, 'এটা আমাদের ধর্মের নিয়ম।' আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'কিন্তু আমাদের দ্বীনের বিধান, আমরা মোচ কাটব ও দাড়ি লম্বা রাখব।' (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ১৩/১১৬-১১৭, হাদীস : ২৬০১৩)

উল্লখ্যে, পারস্য সম্রাটরে উদ্দেশে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পত্র পাঠিয়েছিলেন। এ ঘটনা সহীহ বুখারীতে আছে ইমাম উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদল্লাহ রাহ.-এর সূত্রেই তা বর্ণিত হয়েছে। তবে সেখানে তা আছে সংক্ষেপে এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে আছে ইতিহাসের কিতাবে ইমাম ইবনে জারীর তবারী রাহ. যায়েদ ইবনে আবী হাবীব রাহ. এর সূত্রে তা বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে ইয়েমেনের শাসকপক্ষের থেকে দু'জন লোক আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এল। তাদের দাড়ি মুন্ডানো ছিল এবং মোচ লম্বা ছিল। তাদের চেহারার দিকে তাকাতেও আল্লাহর রাসূলের কষ্ট হচ্ছিল। তিনি তাদেরকে বললেন, তোমাদের মরণ হোক! এ কাজ করতে কে তোমাদেরকে বলেছে? তারা বলল, আমাদের প্রভু (কিসরা) আমাদেরকে আদেশ করেছেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কিন্তু আমার রব আমাকে আদেশ করেছেন, দাড়ি লম্বা রাখার ও মোচ খাটো করার। (আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩/৪৫৯-৪৬০)

ইলাহ হিসেবে ফেরাউন, রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার, রাজা, বাদশাহ, শাসক, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী

রব এবং ইলাহ শব্দ দুটি কখনও একই অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে যেমন আমরা কুরআনে দেখি ফেরাউন নিজেকে রব এবং ইলাহ দুটি দাবি করেছে।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ

আর ফির'আউন বলল, 'হে পারিষদবর্গ, আমি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ আছে বলে আমি জানি না। অতএব হে হামান, আমার জন্য তুমি ইট পোড়াও, তারপর আমার জন্য একটি প্রাসাদ তৈরী কর। যাতে আমি মূসার ইলাহকে দেখতে পাই। আর নিশ্চয় আমি মনে করি সে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত'। (সূরা কাসাস ২৮:৩৮)

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ

ফির'আউন বলল, 'যদি তুমি আমাকে ছাড়া কাউকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাকে কয়েদীদের অন্তর্ভুক্ত করব'। (সূরা শু'আরা ২৬:২৯)

فَحَشَرَ فَنَادَىٰ

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ

অতঃপর সে লোকদেরকে একত্র করে ঘোষণা দিল।

আর বলল, 'আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ রব'। (সূরা নাযিয়াত ৭৯:২৩-২৪)

উপরের আয়াত গুলোতে আমরা দেখি যে ফেরাউন নিজেকে ইলাহ দাবী করেছে। আবার রবও দাবি করেছে। ফেরাউন কেন নিজেকে ইলাহ দাবি করলো? কি এমন ক্ষমতা ছিল ফেরাউনের? আমরা কুরআনের মাধ্যমে জানতে পারি ফেরাউন নিজেকে আসমান, জমিনের সৃষ্টিকর্তা অথবা মানুষের সৃষ্টিকর্তাএগুলো কিছুই দাবি করেনি। সে আসলে কি হিসেবে নিজেকে ইলাহ দাবি করেছিল তা সূরা যুখরুফে বলা আছে।

وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

আর ফির'আউন তার কওমের মধ্যে ঘোষণা দিয়ে বলল, 'হে আমার কওম, মিসরের রাজত্ব কি আমার নয়? আর এ সব নদ-নদী কি আমার পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে না, তোমরা কি দেখছ না'? (সূরা যুখরুফ ৪৩:৫১)

এ আয়াতে বুঝা গেল যে ফেরাউন মিশরের রাজত্ব দাবি করেছিল। অর্থাৎ মিশরের রাজত্ব যেহেতু তার তাই সে মিশরের রাজা বা শাসক। এবং মিশরের রাজা হরার কারণে মিশর তার আইনে চলবে তার বিধানে চলবে এবং তার হুকুমে চলবে। মিশরে অন্য কারো আইন, অন্যে কারো বিধান এবং অন্যে কারো হুকুম চলবে না। এ কারনেই সে ইলাহ দাবি করেছিল এবং বলেছিল আমি মুসার ইলাকে দেখবো। আরো বলেছিলো, 'যদি তুমি আমাকে ছাড়া কাউকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাকে কয়েদীদের অন্তর্ভুক্ত করব।' আমরা দেখতে পাই ফেরাউনের একটা হুকুম বা আইন আল্লাহ কুরআনে বলেছেন।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ

আর আমি মূসাকে আমার আয়াতসমূহ ও স্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে পাঠিয়েছি

ফির'আউন ও তার নেতৃবৃন্দের কাছে। অতঃপর তারা ফিরআউনের নির্দেশের অনুসরণ করল। আর ফির'আউনের নির্দেশ সঠিক ছিল না। (সূরা হুদ ১১:৯৬-৯৭)

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

নিশ্চয় ফির'আউন (মিশর) দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং তার অধিবাসীকে নানা দলে বিভক্ত করেছিল। তাদের একদলকে সে দুর্বল করে রেখেছিল, যাদের পুত্রদেরকে সে হত্যা করত আর কন্যাদেরকে বাঁচিয়ে রাখত। নিশ্চয় সে ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্যতম।(সূরা কাসাস ২৮:৪)

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ

আর স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদেরকে ফির'আউনের দল থেকে রক্ষা করেছিলাম। তারা তোমাদেরকে কঠিন আযাব দিত। তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে যবেহ করত এবং তোমাদের নারীদেরকে বাঁচিয়ে রাখত। আর এতে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে ছিল মহা পরীক্ষা। (সূরা বাকারা ২:৪৯)

ফেরাউন একটা মারাত্মক আইন তার রাজত্বে দিয়ে রেখেছিল তা হলো বানী ইসরাঈলের পুত্রসন্তানদের হত্যা করা এবং কন্যা সন্তানদের জীবিত রাখা। সে তার এই হুকুম বা আইন মানতে তার লোকজনকে নির্দেশ দিতো। সূরা হুদ এ বলা হয়েছে।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ

আর আমি মূসাকে আমার আয়াতসমূহ ও স্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে পাঠিয়েছি

ফির'আউন ও তার নেতৃবৃন্দের কাছে। অতঃপর তারা ফিরআউনের নির্দেশের অনুসরণ করল। আর ফির'আউনের নির্দেশ সঠিক ছিল না। (সূরা হুদ ১১:৯৬-৯৭)

ফেরাউন তার রাজত্বে তার হুকুম বা আইন মানতে জনগনকে বাধ্য করেছিল। অথচ ফেরাউনের এই নির্দেশ সঠিক ছিল না এটা সবাই জানতো। আর এভাবেই সে তার রাজত্বের ইলাহ (আইনদাতা বা হুকুমদাতা) দাবী করেছিল।

আরেকটি বিষয় ফেরাউন কিন্তু কোন ব্যক্তির নাম নয়। ফেরাউন হলো পদবী। মুসা (আ.) এর সময় মিশরের রাজা বা শাসক এর উপাধি বা পদবী ছিল ফেরাউন। মিশরের আমালীক কাফির বাদশাহদেরকে ফির'আউন বলা হতো। যেমন রূমের কাফির বাদশাহকে কাইসার, পারস্যের কাফির বাদশাহকে কিসরা, ইয়েমেনের কাফির বাদশাহকে তুব্বা, হাবশের কাফির বাদশাহকে নাজ্জাসী এবং ভারতের কাফির বাদশাহকে বলা হতো বাতলীমুস। (তাফসীর ইবনে কাসীর থেকে সূরা বাকারার ৪৯ নং আয়াতের তাফসীর)

এখনও যদি কেউ নিজেকে সেই দেশের বা কোন ভুখন্ডের রাজত্ব দাবী করে বলে আমি এই রাজত্বের রাজা বা শাসক অতএব আমি এখানে আইন বা বিধান দিবো। তাহলে সেই নিজেকে ইলাহ (আইনদাতা বা হুকুমদাতা) দাবী করলো। আর সেটা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে হতে পারে। আমরা বর্তমান পৃথিবীতে দেখি যে বিভিন্ন রাষ্ট্রে

শাসকদের পদবী বিভিন্ন। যেমন, সৌদি আরবে 'বাদশাহ', আমেরিকাতে 'প্রেসিডেন্ট', ব্রিটেনে 'রানী', থাইল্যান্ড এ 'রাজা', বাংলাদেশে 'প্রধানমন্ত্রী' ইত্যাদি।

একটি বিষয় মুসলিমদের শাসকের পদবী হলো 'খলিফা'। আর খলিফার সাথে উপরের ব্যক্তিদের পার্থক্য হলো খলিফা নিজে কোন আইন তৈরী করে না। তিনি শুধু আল্লাহর দেয়া আইন বা বিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সকল বিষয় পরিচালনা করেন। আর যদি কেউ এ কাজটি না করেন তার ব্যাপারে কুরআনে আল্লাহ বলেছেন,

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, সে অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না তারাই কাফির। (সূরা মায়িদা ৫:৪৪)

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না তারাই যালিম। (সূরা মায়িদা ৫:৪৫)

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না তারাই ফাসিক। (সূরা মায়িদা ৫:৪৭)

তাহলে বুঝা গেল আল্লাহ যে বিধি বিধান বা আইন দিয়েছেন তা বাদ দিয়ে অন্য কারো বিধি-বিধান বা আইন দিয়ে সমাজ রাষ্ট্র পরিচালনা করলে সেই সমাজ বা রাষ্ট্রের পরিচালক নিজেকে ইলাহ দাবি করবে যেমনটি ফেরাউন করেছিলো।

<u>ইলাহ হিসেবে খেয়াল খুশি, কামনা বাসনা</u>

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا

তুমি কি দেখনা তাকে, যে তার কামনা বাসনাকে ইলাহ রূপে গ্রহণ করে? তবুও কি তুমি তার যিম্মাদার হবে? (সূরা ফুরকান ২৫:৪৩)

তাই তিনি বলেন, তুমি কি দেখো না তাকে, যে তার কামনা বাসনাকে ইলাহরূপে গ্রহণ করে? অর্থাৎ যে প্রবৃত্তির দাস এবং প্রবৃত্তি যা চায় তাই যে ভালোকরে, সেটাই তার দ্বীন ও মাযহাব। যেমন আল্লাহ বলেন,

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

কাউকে যদি তার অসৎ কাজ সুশোভিত করে দেখানো হয় অতঃপর সে ওটাকে ভাল মনে করে, (সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যে ভালকে ভাল এবং মন্দকে মন্দ দেখে?) কেননা আল্লাহ যাকে ইচ্ছা গোমরাহ করেন আর যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন; অতএব তাদের জন্য আফসোস করে নিজে ধ্বংস হয়ো না। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা জানেন। (সূরা ফাতির ৩৫:৮)

এ জন্যেই তিনি এখানে বলেন, তবুও কি তুমি তার কর্মবিধায়ক হবে? অজ্ঞতার যুগে একজন লোক কিছুকাল যাবত সাদা পাথরের ইবাদাত করতো। অতঃপর যখন দেখতো যে, ওটার চেয়ে অন্যটি উৎকৃষ্টতর, তখন পূর্বটির পূজা ছেড়ে দিয়ে ঐ দ্বিতীয়টির পূজা শুরু করে দিতো।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, তুমি কি মনে করো যে, তাদের অধিকাংশ শুনে ও বুঝে? তারা তো পশুরই মত; তারা আরো অধম। অর্থাৎ তাদের অবস্থা বিচরণকারী পশুর চেয়েও খারাপ। কারন পশুরা ঐ কাজই করে যে কাজের জন্যে ওগুলোকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে এক শরীক বিহীন আল্লাহর ইবাদাতের জন্যে। কিন্তু তারা তা পালন করেনি। বরং তারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যের ইবাদাত করে এবং তাদের কাছে দলীল প্রমাণাদি কায়েম হওয়া এবং তাদের নিকট রাসূলদেরকে প্রেরণ করা সত্ত্বেও তাঁর সাথে শরীক স্থাপন করে। (তাফসীর ইবনে কাসীর থেকে সূরা ফুরকান এর ৪৩ নং আয়াতের তাফসীর)

প্রবৃত্তির কামনাকে মাবুদে পরিণত করার মানে হচ্ছে, তার পূজা করা। আসলে এটাও ঠিক মূর্তি পূজা করা বা কোন সৃষ্টিকে উপাস্য পরিণত করার মতই শির্ক । আবু উমামাহ রেওয়ায়াত করেছেন , রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

مَا تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ مِنْ إِلَهٍ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، أَعْظَمُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِنْ هَوًى مُتَّبَعٍ

"এ আকাশের নীচে যতগুলো উপাস্যের উপাসনা করা হয়ে থাকে, তাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট উপাস্য হচ্ছে এমন প্রবৃ ত্তির কামনা করা যার অনুসরণ করা হয়" (তাবরানী)

যে ব্যক্তি নিজের কামনাকে বুদ্ধির অধীনে রাখে এবং বুদ্ধি ব্যবহার করে নিজের জন্য ন্যায় ও অন্যায়ের পথের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয় , সে যদি কোন ধরনের শির্কী বা কুফরী কর্মে লিপ্ত হয়েও পড়ে তাহলে তাকে বুঝিয়ে সঠিক পথে আনা যেতে পারে এবং সে সঠিক পথ অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর তার উপর অবিচল থাকবে এ আস্থাও পোষণ করা যেতে পারে। কিন্তু প্রবৃ ত্তির দাস হচ্ছে একটি লাগামহীম উট। তার কামনাতাকে যেদিকে নিয়ে যাবে সে পথহারা হয়ে সেদিকেই দৌড়াতে থাকবে। তার মনে ন্যায় ও অন্যায় এবং হক ও বাতিলের মধ্যে ফারাক করার এবং একটিকে ত্যাগ করে অন্যটিকে গ্রহণ করার কোন চিন্তা আদৌ সক্রিয় থাকে না। তাহলে কে তাকে বুঝিয়ে সঠিক পথে আনতে পারে। আর ধরে নেয়া যাক ,যদি সে মেনেও নেয় তাহলে তাকে কোন নৈতিক বিধানের অধীন করে দেয়া কোন মানুষের সাধ্যয়ত্ত নয়। (তাফীমুল কুরআন সূরা ফুরকান এর ৪৩ নং আয়াতের তাফসীর)

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

তুমি কি লক্ষ্য করছ তাকে, যে তার খেয়াল খুশীকে নিজের ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? আল্লাহ জেনে শুনেই তাকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং তার কর্ণ ও হৃদয় মোহর করে দিয়েছেন এবং তার চক্ষুর উপর রেখেছেন আবরণ। অতএব, কে তাকে পথ নির্দেশ করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবেনা? (সূরা জাসিয়া ৪৫:২৩)

মহান আল্লাহ বলেন, হে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তুমি তার প্রতিও লক্ষ করেছো, যে তার খেয়াল-খুশিকে তার মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে। তার যে কাজ করতে মন চেয়েছে তা সে করেছে। আর যে কাজ করতে মন চায়নি তা পরিত্যাগ করেছে।

এ আয়াতটি মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের এই মূল নীতিকে খন্ডন করেছে যে, ভাল কাজ ও মন্দ কাজ হলো জ্ঞান সম্পর্কীয় ব্যাপার। ইমাম মালিক (রঃ) এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন, যার ইবাদাতের খেয়াল তার মনে জাগ্রত হয় তারই সে ইবাদাত করতে শুরু করে। এর পরবর্তী বাক্যটির দুটি অর্থ হবে। (প্রথম) আল্লাহ তা'আলা স্বীয় জ্ঞানের ভিত্তিতে তাকে বিভ্রান্তির যোগ্য মনে করে তাকে বিভ্রান্ত করে দেন। (দ্বিতীয়) তার কাছে জ্ঞান, যুক্তি-প্রমাণ এবং দলীল-সনদ এসে যাওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা তাকে বিভ্রান্ত করেন। এই দ্বিতীয় অর্থটি প্রথম অর্থটিকে অপরিহার্য করে এবং প্রথম অর্থ দ্বিতীয় অর্থকেও অপরিহার্য করে।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন, তার কর্ণে মোহর রয়েছে , তাই সে শরীয়তের কথা শুনেই না এবং তার হৃদয়েও মোহর রয়েছে, তাই হিদায়াতের কথা হৃদয়ে স্থান পায় না। তার চক্ষুর উপর পর্দা পড়ে আছে, তাই সে কোন দলীল-প্রমাণ দেখতে পায় না। অতএব, আল্লাহর পরে কে তাকে পথ-নির্দেশ করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন,

مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ۚ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন হিদায়াতকারী নেই এবং তিনি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় ছেড়ে দেন, তারা দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। (সূরা আরাফ ৭:১৮৬) (তাফসীর ইবনে কাসীর থেকে সূরা জাসিয়ার ২৩ নং আয়াতের তাফসীর)

প্রবৃ ত্তির কামনা-বাসনাকে ইলাহ বানিয়ে নেয়ার অর্থ ব্যক্তির নিজের ইচ্ছা আকাংখার দাস হয়ে যাওয়া। তার মন যা চায় তাই সে করে বসে যদিও আল্লাহ তা হারাম করেছেন এবং তার মন যা চায় না তা সে করে না যদিও আল্লাহ তা ফরয করে দিয়েছেন। ব্যক্তি যখন এভাবে কারো আনুগত্য করতে থাকে তখন তার অর্থ দাড়ায় এই যে, তার উপাস্য আল্লাহ নয়, বরং সে এভাবে যার আনুগত্য করছে সে-ই তার উপাস্য। সে মুখে তাকে 'ইলাহা' এবং উপাস্য বলুক বা না বলুক কিংবা মূর্তি তৈরী করে তার পূজা করুক বা না করুক তাতে কিছু এসে যায় না। কারণ, দ্বিধাহীন আনুগত্যই তার উপাস্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এভাবে কার্যত শিরক করার পর কোন ব্যক্তি শুধু এই কারণে শিরকের অপরাধ থেকে মুক্ত হতে পারে না যে, সে যার আনুগত্য করছে মুখে তাকে উপাস্য বলেনি এবং সিজদাও করেনি।

অন্যান্য বড় বড় মুফাসসীরও আয়াতটির এ ব্যাখ্যাই করেছেন। ইবনে জারীর এর অর্থ বর্ণনা করেছেন এইভাবে যে, সে তার প্রবৃত্তিরকামনা-বাসনাকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে। প্রবৃত্তিযা কামনা করেছে সে তাই করে বসেছে। না সে আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে হারাম বলে মনে করেছে, না তার হালালকৃত বস্তুকে হালাল বলে গণ্য করেছে। আবু বকর জাসসাস এর অর্থ বর্ণনা করেছেন, "কেউ যদি যেমনভাবে আল্লাহর আনুগত্য করে সে ঠিক তেমনিভাবে প্রবৃত্তি আকাংখার আনুগত্য করে"। যামাখশারী এর ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, "সে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার প্রতি অত্যন্ত অনুগত। তার প্রবৃত্তি তাকে যেদিকে আহবান জানায় সে সেদিকেই চলে যায়। সে এমনভাবে তার দাসত্ব করেযেমন কেউ আল্লাহর দাসত্ব করে"।

জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর পক্ষ থেকে সে ব্যক্তিকে গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে। কেননা সে প্রবৃত্তির কামান-বাসনার দাস হয়ে গিয়েছিলো। আরেকটি অর্থ হতে পারে এই যে, সে তার প্রবৃত্তির ইচ্ছা ও কামনা-বাসনাকে ইলাহ বানিয়ে বসেছে এ বিষয়টি জেনে আল্লাহ তাকে গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন।

আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছিলেন বলেই তারা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল – এটা এ বক্তব্যের অর্থ নয় । বরং এর অর্থ হচ্ছে, যখন তারা ওপরে বর্ণিত মৌলিক বিষয়গুলো প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং নিজেদের জন্য কুরআনের উপস্থাপিত পথের পরিবর্তে অন্য পথ বেছে নিয়েছিল তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়ে ও কানে মোহর মেরে দিয়েছিলেন । যে ব্যক্তি কখনো ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন তিনি অবশ্যি এ মোহর লাগার অবস্থার ব্যাপারে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকবেন। আপনার উপস্থাপিত পথ যাচাই করার পর কোন ব্যক্তি একবার যখন তাকে প্রত্যাখ্যান করে তখন উল্টো পথে তার মন-মানস এমনভাবে দৌড়াতে থাকে যার ফলে আপনার কোন কথা আর তার বোধগম্য হয় না । আপনার দাওয়াতের জন্য তার কান হয়ে যায় বধির ও কালা । আপনার কার্যপদ্ধতির গুণাবলী দেখার ব্যাপারে তার চোখ হয়ে যায় অন্ধ । তখন সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হয় যে , সত্যিই তার হৃদয়ের দুয়ারে তালা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে।

এখানে একথাটি সামনে রাখতে হবে যে, প্রাকৃতিক আইনের আওতায় দুনিয়ায় যা কিছু ঘটে সবকিছুকেই আল্লাহ নিজের কাজ বলে দাবী করেন। কারণ এ আইন আসলে আল্লাহর তৈরী এবং এর আওতায় যা কিছু সংঘটিত হয় তা মূলত আল্লাহর নির্দেশ ও অনুমতিক্রমেই বাস্তব রূপ লাভ করে। হঠকারী ও সত্য অস্বীকারকারীদের সবকিছু শোনার পরও কিছু না শোনা এবং সত্যের আহবায়কের কোন কথা তাদের মনের গহীনে প্রবেশ না করা তাদের একগুঁয়েমি, গোঁড়ামি ও স্থবিরকতার স্বাভাবিক ফল। যে ব্যক্তি জিদ ও হঠকারিতার শিকার হয় এবং সকল প্রকার পক্ষপাতিত্ব ও একদেশদর্শিতা পরিহার করে সত্যনিষ্ঠ মানুষেরর দৃষ্টিভংগী অবলম্বন করতে প্রস্তুত হয় না। তার মনের দরজা তার কামনা ও প্রবৃত্তি বিরোধী প্রতিটি সত্যের জন্যবন্ধ হয়ে যায়, এটিই প্রকৃতির আইন। একথাটি বলার সময় আমরা বলি, অমুক ব্যক্তির মনের দুয়ার বন্ধ হয়ে গেছে। আর আল্লাহ একথাটি বলার সময় বলেন, তার মনের দরজা আমি বন্ধ করে দিয়েছি। কারণ আমরা কেবলমাত্র ঘটনা বর্ণনা করি আর আল্লাহ বর্ণনা করেন ঘটনার অভ্যন্তরেরর প্রকৃত সত্য।

অর্থাৎ তোমরা যদি নিছক তামাশা দেখার জন্য নয় বরং এ নবী যে বিষয়ের দিকে আহবান জানাচ্ছেন তা সত্য কিনা যথার্থই তা জানার জন্য নিদর্শন দেখতে চাও, তাহলে ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখো, তোমাদের চারদিকে অসংখ্য নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। পৃথিবীর বুকে বিচরণশীলপ্রাণীকুল এবং শূন্যে উড়ে চলা পাখিদের কোন একটি শ্রেণীকে নিয়ে তাদের জীবন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করো। দেখো, কীভাবে তাদেরকে অবস্থা ও পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তাদের আকৃতি নির্মাণ করা হয়েছে। কীভাবে তাদের জীবিকা দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কীভাবে তাদের জন্য ভাগ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তারা তার সীমানা পেরিয়ে এগিয়ে যেতেও পারে না, পিছিয়ে আসতেও পারে না। কীভাবে তাদের এক একটি প্রাণীকে এবং এক একটি ছোট ছোট কীট-পতংগকেও তার নিজের স্থানে সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পথপ্রদর্শণ করা হচ্ছে। কীভাবে একটি নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী তার থেকে কাজ আদায় করে নেয়া হচ্ছে। কীভাবে তাকে একটি নিয়ম-শৃংখলার আওতাধীন করে রাখা হয়েছে। কীভাবে তার জন্ম মৃত্যু ও বংশ বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা যথা নিয়মে চলছে। আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শনের মধ্য থেকে যদিকেবলমাত্র এ একটি নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করো তাহলে তোমরা জানতে পারবে যে, আল্লাহর একত্ব এবং তাঁর গুণাবলীর যে ধারণা এ নবী তোমাদের সামনে পেশ করছেন এবং সে ধারণা অনুযায়ী দুনিয়ার জীবন যাপন করার জন্য যে কর্মনীতি অবলম্বন করার দিকে তোমাদের আহবান জানাচ্ছেন, তা-ই যথার্থ ও প্রকৃত সত্য। কিন্তু তোমরা নিজেদের চোখ মেলে এগুলো দেখও না আর কেউ বুঝাতে এলে তার কথা মেনেও নাও না। তোমরা তো মুখ গুঁজে পড়ে আছো মুর্খতার নিকষ

অন্ধকারে। অথচ তোমরা চাইছো আল্লাহর বিস্ময়কর ক্ষমতার তেলেসমাতি দেখিয়ে তোমাদের মন মাতিয়ে রাখা হোক।

যে প্রসংগে এ আয়াতটি এসেছে তাতে আপনা থেকেই একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে যারা প্রবৃত্তির বা কামনা-বাসনার দাসত্ব করতে চায় প্রকৃতপক্ষে সেই সব লোকই আখেরাতকে অস্বীকার করে এবং আখেরাতে বিশ্বাসকে নিজের স্বাধীনতার পথের অন্তরায় মনে করে। তা সত্ত্বেও তারা যখন আখেরাতকে অস্বীকার করে বসে তখন তাদের প্রবৃত্তির দাসত্ব আরো বৃদ্ধি পেয়ে থাকে এবংপ্রতিনিয়তই তারা আরো বেশী করে গোমরাহীর মধ্যে হারিয়ে যেতে থাকে। এমন কোন অপকর্ম থাকে না যাতে জড়িত হওয়া থেকে তারা বিরত থাকে । কারো হক মারতে তারা দ্বিধান্বিত হয় না। ন্যায় ও ইনসাফের প্রতি তাদের মনে কোন শ্রদ্ধা থাকে না । তাই কোন প্রকার জুলুম ও বাড়াবাড়ির সুযোগ লাভের পর তা থেকে তারা বিরত থাকবে এ আশা করা যায় না। যেসব ঘটনা দেখে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, সেই সব ঘটনা তাদের চোখের সামনে আসে কিন্তু তারা তা থেকে যে শিক্ষা গ্রহণ করে তা হচ্ছে, আমরা যা কিছু করছি ঠিকই করছি এবং এসবই আমাদের করা উচিত । কোন উপদেশ বাণীই তাদের প্রভাবিত করে না। কোন মানুষকে দুষ্কর্ম থেকে বিরত রাখার জন্য যে যুক্তি প্রমাণ ফলপ্রসূ হতে পারে তা তাদের আবেদন সৃষ্টি করেনা। বরং তারা তাদের এই লাগামহীন স্বাধীনতার পক্ষে যুক্তি প্রমাণ খুঁজে খুঁজে বের করে। ভাল চিন্তার পরিবর্তে তাদের মন ও মস্তিষ্ক রাত-দিন সম্ভাব্য সকল পন্থায় তাদের নিজেদের স্বার্থ ও কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার চেষ্টায় লেগে থাকে। আখেরাত বিশ্বাসের অস্বীকৃতি যে মানুষের নৈতিক চরিত্রের জন্য ধ্বংসাত্মক এটা তারই সুস্পষ্ট প্রমাণ। মানুষকে যদি মনুষ্যত্বের গণ্ডির মধ্যে কোন জিনিস ধরে রাখতে সক্ষম হয় তাহলে তা পারে কেবল এই অনুভূতি যে, আমরা দায়িত্ব মুক্ত নই, বরং আল্লাহর সামনের আমাদের সকল কাজের জন্য জবাবদীহি করতে হবে। এই অনুভূতিহীন হওয়ার পর কেউ যদি অতি বড় জ্ঞানীও হয় তাহলেও সে পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট আচরণ না করে পারে না। (তাফীমুল কুরআন সূরা জাসিয়ার ২৩ নং আয়াতের তাফসীর)

সূরা জাসিয়ার ২৩ নং আয়াতের আগে ২১ এবং ২২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন,

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

যারা দুষ্কর্ম করেছে তারা কি মনে করে যে, জীবন ও মৃত্যুর ক্ষেত্রে আমি তাদেরকে এ সব লোকের সমান গণ্য করব, যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে? তাদের বিচার কতইনা মন্দ!

আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে এবং যাতে প্রত্যেকব্যক্তি তার কাজ অনুযায়ী ফল পেতে পারে, আর তাদের প্রতি যুল্ম করা হবেনা। (সূরা জাসিয়া ৪৫:২১-২২)

আলোচ্য আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে তারা হয়তো ঐশী গ্রন্থের অনুশাসন অমান্য করে পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু তারপরও নিজেদের ধার্মিক ও ঈমানদার মনে করতে থাকে, নিজেদের সৎলোকদের সমপর্যায়ের মনে করতে থাকে। এদের বিশ্বাস যে ইহকাল ও পরকালে তাদের অবস্থা ধার্মিক ও সৎলোকদের মতোই হবে।

আলোচ্য আয়াতের আর একটি ব্যাখ্যা হতে পারে যে, এখানে সাধারনভাবে সবার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর বিচারে সকল যুগের সৎ ও অসৎ এবং ধার্মিক ও অধার্মিক কেমন হবে সে কথা বলা হয়েছে। এই হিসেবে বলা যায় যে, আল্লাহর মানদন্ডে ধার্মিক অধার্মিক এবং সৎ ও অসৎ লোকেরা কখনও এক হতে পারে না। ইহকালেও না এবং পরকালেও না। কারণ এমনটি করা হলে সেটা হবে ন্যায় বিরোধী, সত্যের বিরোধী।

জেনে বুঝে শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ নিজের ইচ্ছামত করলে সে ব্যক্তি তার নফস বা তার কামনা বাসনা বা তার ইচ্ছা বা তার খেয়াল খুশিকেই ইলাহ বানিয়ে নিবে।

*** উপরে কুরআন অনুযায়ী আমরা কয়েক শ্রেনীর ইলাহ দেখলাম যদিও এই ইলাহ গুলো বাতিল ইলাহ বা মিথ্যা ইলাহ অথচ আমরা প্রথমে বললাম নাই কোন ইলাহ। এই নাই দ্বারা আমরা আসলে কি বুঝাচ্ছি? আরবীতে “লা” শব্দের অর্থ না, নাই, মানিনা বা অস্বীকার করা বা বর্জন করা। এখানে “লা” শব্দটি মানিনা বা অস্বীকার করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং কালিমাটি হবে “মানিনা কোন ইলাহ (বাতিল উপাস্য), আল্লাহ ছাড়া”। অর্থাৎ মুসলিম হতে গেলে সমস্ত মিথ্যা বা বাতিল ইলাহ গুলোকে চিনতে হবে। তারপর সেই সমস্ত মিথ্যা বা বাতিল ইলাহ গুলোকে বর্জন করে এক আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে স্বীকার করে নিতে হবে। এবং মৃত্যু পর্যন্ত এটার উপর স্থির থাকতে হবে। তাহলেই আসা করা যায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই হাদীসের অন্তভুক্ত হওয়া যাবে।

মুয়ায ইবনু আসা'দ (রহঃ) মাহমুদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কথা তাঁর স্বরণ আছে। আর তিনি বলেনঃ তাদের ঘরের পানির ডোল থেকে পানি মুখে নিয়ে তিনি তার মুখে ছিটিয়ে দিয়েছিলেন সে কথাও তার স্বরণ আছে। তিনি বলেনঃ ইতবান ইবনু মালিক আনসারীকে, এরপর বনী সালিমের এক ব্যাক্তিকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালে আমার এখানে এলেন এবং বললেনঃ- আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে ব্যাক্তি -লা ইলাহা ইয়াল্লাহ- বলবে এবং এ বিশ্বাস নিয়ে কিয়ামতের দিন হাযির হবে, আল্লাহ তার উপর জাহান্নাম হারাম করে দিবেন।(সহীহ বুখারী, কোমল হওয়া অধ্যায়, হাদীস নং ৬৪২৩)

কারণ আল্লাহকে একক ইলাহ হিসেবে মেনে নেয়া পর বা গ্রহণ করার পর কেউ যদি আবার কোন একটা মিথ্যা ইলাহকে গ্রহন করে তাহলে সে আল্লাহকে ইলাহ মানার পাশাপাশি অন্য মিথ্যা ইলাহ গ্রহণ করার কারণে শিরকের গুনাহে লিপ্ত হবে। আর এই অবস্থায় যদি কেউ মারা যায় তাহলে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। কুরআনে আল্লাহ বলেছেন,

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

অবশ্যই তারা কুফরী করেছে, যারা বলেছে, 'নিশ্চয় আল্লাহ হচ্ছেন মারইয়াম পুত্র মাসীহ'। আর মাসীহ বলেছে, 'হে বনী ইসরাঈল, তোমরা আমার রব ও তোমাদের রব আল্লাহর ইবাদাত কর'। নিশ্চয় যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, তার উপর অবশ্যই আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা আগুন। আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা মায়িদা ৫:৭২)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। তিনি ক্ষমা করেন এ ছাড়া অন্যান্য পাপ, যার জন্য তিনি চান। আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে অবশ্যই মহাপাপ রচনা করে। (সূরা নিসা ৪:৪৮)

ইলাহ এক

আল্লাহ কুরআনে সব রাসূলকে এক আল্লাহকে ইলাহ মানতে বলেছেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

আর তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল আমি পাঠাইনি যার প্রতি আমি এই ওহী নাযিল করিনি যে, 'আমি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই; সুতরাং তোমরা আমার ইবাদাত কর।' (সূরা আম্বিয়া ২১:২৫)

إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ

তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ। অতঃপর যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর অস্বীকারকারী এবং তারা অহঙ্কারী। (সূরা নাহল ১৬:২২)

আর এক ইলাহ মানতে গেলে মিথ্যা ইলাহের কাছ থেকে অনেক বিপদ, ভয়, হুমকি আসতে পারে। তখন আল্লাহ বলেছেন যে আল্লাহকেই ভয় করতে।

আর আল্লাহ বলেছেন,

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۖ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ

আর আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা দুই ইলাহ গ্রহণ করো না। তিনি তো কেবল এক ইলাহ। সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় কর।' (সূরা নাহল ১৬:৫১)

উপরের আয়াতগুলোতে দেখা যাচ্ছে ইলাহ একজন আর তিনি হচ্ছেন আল্লাহ এবং উপরের বাতিল ইলাহ গুলোকে বাদ দিয়ে শুধু আল্লাহকে মানতে গেলে বাতিল ইলাহদের পক্ষ থেকে অনেক ভয় ভীতি আসতে পারে, সে ক্ষেত্রে আল্লাহ আমাদেরকে বলছেন য়ে শুধুমাত্র আল্লাহকেই ভয় করতে।

সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য

আল্লাহ নিজেও সাক্ষ্য দেন যে তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই এবং সাক্ষ্য হিসেবে সবচেয়ে বড় এটিই।

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া সত্যিকার কোন ইলাহ নেই এবং ফেরেশতাগণ ও ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানীগণও (সাক্ষ্য দিচ্ছে যে,) তিনি ছাড়া সত্যিকার কোন ইলাহ নেই, তিনি মহাপরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী। (সূরা আলে' ইমরান ৩:১৮)

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۖ قُلِ اللَّهُ ۖ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ ۚ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ ۚ قُل لَّا أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ

বল, সাক্ষ্যে সবচেয়ে বড় বিষয় কোনটি? বল, আল্লাহ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী। আর এ কুরআন আমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে যাতে আমি তার সাহায্যে তোমাদেরকে আর যাদের কাছে তা পৌঁছবে তাদেরকে সতর্ক করি। তোমরা কি এমন সাক্ষ্য দিতে পার যে, আল্লাহর সঙ্গে অন্য ইলাহও আছে? বল, আমি এমন সাক্ষ্য দেই না, বল তিনি তো এক ইলাহ আর তোমরা যে তাঁর অংশীদার স্থাপন কর, তা থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত। (সূরা আল-আন'আম ৬:১৯)

কুরআন এ আল্লাহ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" সম্পর্কে জানতে বলেছেন

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ

কাজেই জেনে রেখ, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার ভুলত্রুটির জন্য আর মু'মিন ও মু'মিনাদের জন্য, আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে অবগত। (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:১৯)

ইলাহ দাবী করার শাস্তি

আমরা অনেক সময় দেখতে পাই কেউ কেউ বলে যে শাসকরা তো আর ফেরাউনের মতো নিজেকে ইলাহ দাবী করছে না। এই কথাটি আসলে ব্যক্তির জ্ঞানের স্বল্পতার পরিচয়। ইলাহ আরবী শব্দ। ফেরাউন তার ভাষায় নিজেকে ইলাহ দাবী করেছিল। ইলাহ দাবী করলে যে আলাদাভাবে ইলাহ শব্দ বলতে হবে এমন কোন কথা নেই। কেউ যদি আল্লাহর আইন বা বিধি-বিধানের পরিবর্তে নিজে আইন, বিধি-বিধান দেয় তাহলেই সে নিজেকে ইলাহ দাবী করলো। এটা সে যে অবস্থান থেকেই করুক। ব্যক্তিগত ভাবে, পারিবারিক ভাবে, সামাজিক ভাবে, ধর্মীয়ভাবে, অর্থনৈতিক ভাবে, রাষ্ট্রিয়ভাবে, পররাষ্ট্রিয়ভাবে ইত্যাদি যে ভাবেই হোক। এমনকি কোন স্কুল, কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে যদি বলা হয় স্কুলের ড্রেস কোড মানতে হবে। অন্য কোন ড্রেস পড়া যাবে না (যেমন হিজাব, বোরকা, পাঞ্জাবি, টুপি, ইত্যাদি)। তাহলে কোন ছাত্র ছাত্রী যদি ঐ স্কুল, কলেজ বা ইউনিভার্সিটির বিধান মেনে সেখানে পড়ে তাহলে সে ঐ স্কুল কতৃপক্ষকে তার ইলাহ বানিয়ে নিল। আর এ ধরনের কাজ যারা করবে তাদের স্থান নিশ্চিত জাহান্নাম।

وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ

আর তাদের মধ্যে যে-ই বলবে, 'তিনি ছাড়া আমি ইলাহ', তাকেই আমি প্রতিদান হিসেবে জাহান্নাম দেব; এভাবেই আমি যালিমদের আযাব দিয়ে থাকি। (সূরা আল-আম্বিয়া ২১:২৯)

আমরা কুরআন এ দেখতে পাই মানুষ আল্লাহকে বাদ একাধিক ইলাহ গ্রহন করে

এমন কথাও অনেকে বলে মানুষ তো একাধিক ইলাহ গ্রহণ করে না। এ কথাটাও সে বলে একবারে না জানার কারনেই।

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ

'সে কি সকল উপাস্যকে এক ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? নিশ্চয় এ তো এক আশ্চর্য বিষয়'! (সূরা সোয়াদ ৩৮:৫)

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

হে আমার কারা সঙ্গীদ্বয়, বহু সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন রব ভাল নাকি মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহ'? (সূরা ইউসূফ ১২:৩৯)

نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى

وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا ۖ لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا

هَٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً ۖ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ ۖ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

আমিই তোমাকে তাদের সংবাদ সঠিকভাবে বর্ণনা করছি। নিশ্চয় তারা কয়েকজন যুবক, যারা তাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদের হিদায়াত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম।

যখন তারা উঠেছিল, আমি তাদের অন্তরকে দৃঢ় করেছিলাম। তখন তারা বলল, 'আমাদের রব আসমানসমূহ ও যমীনের রব। তিনি ছাড়া কোন ইলাহকে আমরা কখনো ডাকব না। (যদি ডাকি) তাহলে নিশ্চয় আমরা গর্হিত কথা বলব'।

এরা আমাদের কওম, তারা তাঁকে ছাড়া অন্যান্য উপাস্য গ্রহণ করেছে। কেন তারা তাদের ব্যাপারে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে না? অতএব যে আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা রটায়, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে? (সূরা কাহাফ ১৮:১৩-১৫)

সূরা ইয়াসীন এ ১৩-২৭ নং আয়াতগুলোতে আমরা দেখতে পাই কোন এক সম্প্রদায়ের কাছে দুজন রাসূল এসেছিলেন যারা মানুষদেরকে এক আল্লাহর ইবাদত করতে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য ইলাহ গ্রহন করতে নিষেধ করেছিল।

أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ

إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۖ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ

بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ

আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্য ইলাহ গ্রহণ করব? যদি পরম করুণাময় আমার কোন ক্ষতি করার ইচ্ছা করেন, তাহলে তাদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসবে না এবং তারা আমাকে উদ্ধারও করতে পারবে না'।

'এরূপ করলে নিশ্চয় আমি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত হব'।

'নিশ্চয় আমি তোমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি, অতএব তোমরা আমার কথা শোন'।

তাকে বলা হল, 'জান্নাতে প্রবেশ কর'। সে বলল, 'হায়! আমার কওম যদি জানতে পারত', 'আমার রব আমাকে কিসের বিনিময়ে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন'। (সূরা ইয়াসীন ৩৬: ২৩-২৭)

উপরের আয়াতগুলো থেকে আমরা দেখলাম যে, মানুষ আল্লাহকে বাদ দিয়ে বহু ইলাহ গ্রহণ করে। আর এই কারণেই আল্লাহ কুরআনে বলে দিয়েছেন মানুষ কিভাবে বহু ইলাহ গ্রহণ করে।

যদি সত্যিকার অর্থে আমরা মুসলিম হতে চাই এবং নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে কালিমার অর্থ জেনে বুঝে সাক্ষ্য দিতে হবে এবং এই কালিমা মেনেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে। তাহলেই আমরা সফলতা লাভ করতে পারবো। অন্যথায় না বুঝে সারাদিন কালিমা পড়লেও কোনই লাভ নেই।

নিচের হাদীস দুটো খেয়াল করুন

মুয়ায ইবনু আসা'দ (রহঃ) মাহমুদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কথা তাঁর স্বরণ আছে। আর তিনি বলেনঃ তাদের ঘরের পানির ডোল থেকে পানি মুখে নিয়ে তিনি তার মুখে ছিটিয়ে দিয়েছিলেন সে কথাও তার স্বরণ আছে। তিনি বলেনঃ ইতবান ইবনু মালিক আনসারীকে, এরপর বনী সালিমের এক ব্যাক্তিকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালে আমার এখানে এলেন এবং বললেনঃ- আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে ব্যাক্তি-লা ইলাহা ইয়াল্লাহ- বলবে এবং এ বিশ্বাস নিয়ে কিয়ামতের দিন হাযির হবে, আল্লাহ তার উপর জাহান্নাম হারাম করে দিবেন।(সহীহ বুখারী, কোমল হওয়া অধ্যায়, হাদীস নং ৬৪২৩)

আবূ বকর ইবনু নাযর ইবনু আবূ নাযর (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে একটি সফরে ছিলাম। এক পর্যায়ে দলের রসদপত্র নিঃশেষ হয়ে গেল। পরিশেষে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের কিছু সংখ্যক উট যবেহ করার মনস্থ করলেন। রাবী বলেন যে, এতে উমর (রাঃ) আরয করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ্‌! যদি আপনি সকলের রসদ সামগ্রী একত্র করে আল্লাহর কাছে দুআ করতেন, তবে ভাল হতো। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাই করলেন। যার কাছে গম ছিল সে গম

এবং যার কাছে খেজুর ছিল সে খেজুর নিয়ে হাযির হল, (তালহা ইবনু মূসা ররিফ বলেন) মুজাহিদ আরো বর্ণনা করেন যে, যার কাছে খেজুরের আটি ছিল, সে তাই নিয়ে হাযির হল। আমি (তালহা) আরয করলাম, আটি দিয়ে কি করতেন? তিনি বললেন, তা চুষে পানি পান করতেন বর্ণনাকারী বললেন, তারপর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সংগৃহীত খাদ্য সামগ্রীর উপর দুআ করলেন। রাবী বলেন অবশেষে লোকেরা রসদে নিজেদের পাত্র পুর্ণ করে নিল। রাবী বলেন যে, তখন রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসুল। যে এ দুটি বিষয়ের প্রতি সন্দেহাতীত বিশ্বাস রেখে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, সে জান্নাতে দাখিল হবে। (সহীহ মুসলিস, ঈমান অধ্যায়, হাদীস নং ৪৫)

এই হাদীস দুটোতে স্পষ্টই বলা আছে যে কালিমা পড়লে জাহান্নাম আল্লাহ হারাম করে দিবেন এবং জান্নাতে দাখিল করবেন। তাহলে বিষয়টা কত গুরুত্বপূর্ণ বুঝাই যাচ্ছে। আর এত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় না বুঝে বললেই জাহান্নাম হারাম হয়ে যাবে আর জান্নাতে দাখিল হয়ে যাবে এটা কোন পাগলও বিশ্বাস করবে না।

এই কালিমা আমরা এতক্ষণ যে বিশ্লেষন করলাম এই বিষয়টা আরবের লোকেরা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলার সাথে সাথেই বুঝে গিয়েছিল। এ জন্য আবু লাহাব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচারণ করেছিল এবং আবূ জাহলসহ কুরাইশের কিছু লোক রাগে-ক্রোধে উঠে চলে গিয়েছিল। এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহ সাহাবীদেরকে নির্যাতন করেছিল। আর হায় আফসোস আমরা এ কালিমা বুঝি না তাই কালিমা বলা সত্ত্বেও আমাদেরকে কেউ মারতে আসে না। আমাদের দেশে অনেক দল কালিমার জিকির করে, কালিমার দাওয়াত দেয়, কালিমা খতম দেয় অথচ তাদেরকে কেউ কিছু বলে না। কারণটা কি? কারণ একটাই তাদের কালিমার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কালিমার অর্থের কোনই মিল নেই। যদি মিল থাকতো তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মতো কালিমার দাওয়াত দেয়ার সাথে সাথে নির্যাতন আসতো। আর প্রত্যেক নবীকেই এই কালিমার দাওয়াত দেয়ার কারণে বিপদের সম্মুখিন হতে হয়েছে।
হে আল্লাহ আপনি এই উম্মাহকে কালিমার সঠিক বুঝ দান করুন। আমিন।

কালিমা শাহাদাতাইনের দ্বিতীয় অংশ

ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসূলুহ, এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা বা দাস এবং রাসূল (প্রেরিত দূত বা বার্তাবাহক)

সূচিপত্র

বিষয়	পৃ ষ্ঠা
প্রথমে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর আবদ বা বান্দা বা দাস	26
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল	32
দ্বীন এর সকল ক্ষেত্রে রাসূলকে অনুসরণ করতে হবে	33
রসূলের বিরোধীতা করার ব্যাপারে সতর্কতা	34

কালিমায়ে শাহাদাতাইনের দ্বিতীয় অংশে আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুটি বিষয়ের উপর সাক্ষ্য দেই। প্রথমে উনি আল্লাহর আবদ (বান্দা বা দাস বা গোলাম) এবং দ্বিতীয়ত উনি আল্লাহর রাসূল (প্রেরিত দূত বা বার্তা বাহক)। একজন লোক মুসলিম হতে গেলে তাকে এই বিষয়টির উপরও সাক্ষ্য দিতে হবে।

মুসলিম হবার সাথে এই বিষয়টি সাক্ষ্য দেয়ার সম্পর্ক কি আমরা তাই আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

প্রথমে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর আবদ বা বান্দা বা দাস

একটি বিষয় লক্ষ্যনীয়, খৃষ্টানরা তাদের নাবী ঈসা(আঃ) কে রব বা ইলাহ বানিয়ে নিয়েছিল।

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়ামপুত্র মাসীহকেও। অথচ তারা এক ইলাহের ইবাদত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছে, তিনি ছাড়া কোন (হক) ইলাহ নেই। তারা যে শরীক করে তিনি তা থেকে পবিত্র। (সুরা তওবা ৯:৩১)

ঈসা (আঃ) কে তারা বলতো আল্লাহর পুত্র। এভাবেই তারা ঈসা (আঃ) কে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে শিরক করেছিল।

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ۖ ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ ۖ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۚ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ

আর ইয়াহূদীরা বলে, উযাইর আল্লাহর পুত্র এবং নাসারারা বলে, মাসীহ আল্লাহর পুত্র। এটা তাদের মুখের কথা, তারা সেসব লোকের কথার অনুরূপ বলছে যারা ইতঃপূর্বে কুফরী করেছে। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন, কোথায় ফেরানো হচ্ছে এদেরকে? (সুরা তওবা ৯:৩০)

কাজেই মুসলিম হবার সাথে এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর আবদ (বান্দা বা দাস বা গোলাম) হিসেবে সাক্ষ্য দিতে হবে। আল্লাহর সমকক্ষ বানানো যাবে না। আর আবদ (বান্দা বা দাস বা গোলাম) এর কিছু গুনাবলী আছে এগুলো মেনে নিলেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আবদ (বান্দা বা দাস বা গোলাম) হিসেবে সাক্ষ্য দেয়া হবে।

১. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষ ছিলেন (কোন ফেরেশতা বা জ্বিন ছিলেন না)

কুরআনে অনেক জায়গায় আল্লাহ বলেছেন যে মুহাম্মাদ আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন মানুষ।

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

বল, 'আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার নিকট ওহী প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের ইলাহই এক ইলাহ। সুতরাং যে তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার রবের ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে'। (সূরা কাহাফ ১৮:১১০)

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

তাদেরকে তাদের রাসূলগণ বলল, 'আমরা তো কেবল তোমাদের মতই মানুষ, কিন্তু আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তোমাদের কাছে প্রমাণ নিয়ে আসার সাধ্য আমাদের নেই। আর কেবল আল্লাহর উপরই মুমিনদের তাওয়াক্কুল করা উচিত'। (সূরা ইবরাহীম ১৪:১১)

أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ ۗ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا

'অথবা তোমার জন্য স্বর্ণের একটি ঘর হবে অথবা তুমি আসমানে উঠবে, কিন্তু তোমার উঠাতেও আমরা ঈমান আনব না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের প্রতি এক কিতাব নাযিল করবে যা আমরা পাঠ করব'। বল, 'পবিত্র মহান আমার রব! আমি তো একজন মানব-রাসূল ছাড়া কিছু নই'? (সূরা বানীইসরাঈল ১৭:৯৩)

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا

আর তোমার পূর্বে যত নবী আমি পাঠিয়েছি, তারা সবাই আহার করত এবং হাট-বাজারে চলাফেরা করত। আমি তোমাদের একজনকে অপরজনের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। তোমরা কি ধৈর্যধারণ করবে? আর তোমার রব সর্বদ্রষ্টা। (সূরা ফুরকান ২৫:২০)

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ

বল, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। (পার্থক্য শুধু এই যে) আমার কাছে ওয়াহী করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ কেবল এক ইলাহ; কাজেই তোমরা তাঁরই সরল সঠিক পথে চল, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। ধ্বংস তাদের জন্য যারা আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে শরীক গণ্য করে। (সূরা হা-মীম-সাজদাহ ৪১:৬)

২. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটি থেকে সৃষ্টি (যেহেতু আল্লাহ মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন তাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মাটির থেকে সৃষ্টি। কোন নূর বা নূর মাটির মিশ্রন থেকে সৃষ্টিনা)।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ

আর অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুকনোঠনঠনে, কালচে কাদামাটি থেকে।

আর ইতঃপূর্বে জিনকে সৃষ্টি করেছি উত্তপ্ত অগ্নিশিখা থেকে।

আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন, 'আমি একজন মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি শুকনো ঠনঠনে কালচে মাটি থেকে'। (সূরা হিজর ১৫: ২৬-২৮)

ইবলিশ শয়তানও বিশ্বাস করে যে মানুষ মাটির তৈরি। কিন্তু কিছু মানুষ এই বিশ্বাসটা করে না।

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ

قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ

তিনি বললেন, 'হে ইবলীস, তোমার কী হল যে, তুমি সিজদাকারীদের সঙ্গী হলে না'?

সে বলল, 'আমি তো এমন নই যে, একজন মানুষকে আমি সিজদা করব, যাকে আপনি সৃষ্টি করেছেন শুকনো ঠনঠনে কালচে মাটি থেকে'। (সূরা হিজর ১৫: ৩২-৩৩)

আরেক জায়গায় আল্লাহ বলেছেন,

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ

মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটিতেই আমি তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেব এবং মাটি থেকেই তোমাদেরকে পুনরায় বের করে আনব। (সূরা ত্ব-হা ২০:৫৫)

এই আয়াতে আল্লাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, আল্লাহ আমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, আবার মাটিতেই আমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হেব অর্থাৎ মৃত্যুর পর কবর দেয়ার পর দেহ মাটির সাথেই মিশে যাবে। এবং মাটি থেকেই আল্লাহ আমাদের পুনরায় বের করে আনবেন অর্থাৎ কেয়ামতের দিন আমদেরকে মাটি থেকেই পুনরুত্থিত করা হবে। এখানে আল্লাহ তোমাদের বলতে সকল মানুষকেই বুঝিয়েছেন আর সকল মানুষের মধ্যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আছেন। অন্য আয়াতে আছে,

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا ۖ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ۖ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ

তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন কাদা মাটি থেকে তারপর নির্ধারণ করেছেন একটি কাল আর তাঁর কাছে আছে একটি নির্দিষ্ট কাল, তারপর তোমরা সন্দেহ কর। (সূরা আনআম ৬:২)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ

আর অবশ্যই আমি মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি।(সূরা মু'মিনুন ২৩:১২)

উপরের দুটি আয়াত থেকেও আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারি যে, আল্লাহ মানুষকে মাটি থেকেই সৃষ্টি করেছেন। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও যেহেতু মানুষ তাই উনাকে নূর থেকে সৃষ্টি বা নূর মাটির মিশ্রনে সৃষ্টি এ ধরনের কথা বলার কোন অবকাশ নেই।

৩. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানেন না (অদৃশ্য, অতীত, ভবিষ্যৎ জানেন না। ততটুকুই জানেনে যতটুকু আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছেন।)

আল্লাহ কুরআনে বলেন,

قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ

বল, 'তোমাদেরকে আমি বলি না, আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডারসমূহ রয়েছে এবং আমি গায়েব জানি না এবং তোমাদেরকে বলি না, নিশ্চয় আমি ফেরেশতা। আমি কেবল তাই অনুসরণ করি যা আমার কাছে ওহী প্রেরণ করা হয়'। বল, 'অন্ধ আর চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? অতএব তোমরা কি চিন্তা করবে না'? (সূরা আনআম ৬:৫০)

وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

আর তাঁর কাছে রয়েছে গায়েবের চাবিসমূহ, তিনি ছাড়া এ বিষয়ে কেউ জানে না এবং তিনি অবগত রয়েছেন স্থলে ও সমুদ্রে যা কিছু আছে। আর কোন পাতা ঝরে না, কিন্তু তিনি তা জানেন এবং যমীনের অন্ধকারে কোন দানা পড়ে না, না কোন ভেজা এবং না কোন শুষ্ক কিছু; কিন্তু রয়েছে সুস্পষ্ট কিতাবে। (সূরা আনআম ৬:৫৯)

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

বল, 'আমি আমার নিজের কোন উপকার ও ক্ষতির ক্ষমতা রাখি না, তবে আল্লাহ যা চান। আর আমি যদি গায়েব জানতাম তাহলে অধিক কল্যাণ লাভ করতাম এবং আমাকে কোন ক্ষতি স্পর্শ করত না। আমিতো একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা এমন কওমের জন্য, যারা বিশ্বাস করে'। (সূরা আরাফ ৭:১৮৮)

এ সমস্ত আয়াত থেকে স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানতেন না। যদি জানতেন তাহলে তাকে কোন বিপদ আপদই স্পর্শ করতো না। আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনী পড়লে দেখতে পাই উনি অনেক বিপদের মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন।

৪. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজির নাজির না (অর্থাৎ সব জায়গায় উপস্থিত না। তার দেহ কবরে অক্ষত অবস্থায় আছে এবং তার রূহ আলমে বারযাখে আছে আর কোন মজলিসেও উনি উপস্থিত হন না)।

আল্লাহ কুরআনে বলেন,

ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۖ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ

এগুলো গায়েবের সংবাদ, যা আমি তোমার কাছে ওহী করছি। তুমি তো তাদের নিকট ছিলে না যখন তারা তাদের সিদ্ধান্তে একমত হয়েছিল অথচ তারা ষড়যন্ত্র করছিল। (সূরা ইউসুফ ১২:১০২)

ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ

এটি গায়েবের সংবাদসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা আমি তোমার প্রতি ওহী পাঠাচ্ছি। আর তুমি তাদের নিকট ছিলে না, যখন তারা তাদের কলম নিক্ষেপ করছিল, তাদের মধ্যে কে মারইয়ামের দায়িত্ব নেবে? আর তুমি তাদের নিকট ছিলে না, যখন তারা বিতর্ক করছিল। (সূরা আলি ইমরান ৩:৪৪)

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ

وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

আর (হে নবী) আমি যখন মূসাকে বিধান দিয়েছিলাম তখন তুমি (তূর পাহাড়ের) পশ্চিম পার্শে উপস্থিত ছিলে না। আর তুমি প্রত্যক্ষদর্শীদের অন্তর্ভুক্তও ছিলে না।

কিন্তু আমি অনেক প্রজন্মকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তাদের উপর বহু যুগ অতিবাহিত হয়েছিল। তুমি তো মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে অবস্থানকারী ছিলে না যে, তাদের নিকট আমার আয়াতগুলো তুমি তিলাওয়াত করবে। কিন্তু আমিই রাসূল প্রেরণকারী।

আর যখন আমি (মূসাকে) ডেকেছিলাম তখন তুমি তূর পর্বতের পাশে উপস্থিত ছিলে না। কিন্তু তোমার রবের পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ জানানো হয়েছে, যাতে তুমি এমন কওমকে সতর্ক করতে পার, যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি। সম্ভবত তারা উপদেশ গ্রহণ করবে। (সূরা কাসাস ২৮:৪৪-৪৬)

এ আয়াত গুলোতে আমরা দেখতে পাই আল্লাহ কুরআনের মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যত ঘটনা বর্ণনা করেছেন সে সমস্ত ঘটনা ঘটার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছেন বলেই উনি জেনেছেন।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, এ সমস্ত ঘটনা ঘটার সময় তো রসূলের জন্মই হয় নি উনি তো পৃথিবীতেই আগমন করেননি। এখন উনি পৃথিবীতে আসার পর সব জায়গায় হাজির হতে পারে এবং মৃর্ত্যর পরেও পারেন। আসু আমরা এ কথাটিও যাচাই করে দেখি।

সাঈদ ইবনু আবূ মারিয়াম (রহঃ) সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি তোমাদের আগে হাউযের ধারে পৌছব। যে আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে সে হাউযের পানি পান করবে। আর যে পান করবে সে আর কখনও পিপাসার্ত হবে না। নিঃসন্দেহে কিছু সম্প্রদায় আমার সামনে (হাউযে) উপস্থিত হবে। আমি তাদেরকে চিনতে পারব আর তারাও আমাকে চিনতে পারবে। এরপর আমার এবং তাদের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দেওয়া হবে। বারী আবূ হাযিম বলেনঃ নুমান ইবনু আবূ আইয়্যাশ আমার কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করার পর বললেনঃ তুমিও কি সাহল থেকে এরূপ শুনেছ? তখন আমি বললাম, হ্যা। তিনি বললেনঃ আমি আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি তার কাছ থেকে এতটুকু অধিক শুনেছি। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি তখন বলব যে এরা তো আমারই উম্মত। তখন বলা হবে, তুমি তো জানো না তোমার পরে এরা কি সব নতুন নতুন কীর্তি করেছে। রাসুল বলেন তখন আমি বলব, আমার পরে যারা দ্বীনের মাঝে পরিবর্তন এনেছে তারা আল্লাহর রহমত থেকে দুরে থাকুক। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ অর্থাৎ অর্থ তাকে বের করে দিয়েছে। আহমাদ ইবনু শাবীব ইবনু সাঈদ হাবাতী (রহঃ) আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমার উম্মাত থেকে একদল লোক কিয়াঁমতের দিন আমার সামনে (হাউযে কাওসারে) উপস্থিত হবে। এরপর তাদেরকে হাউয থেকে পৃথক করে দেওয়া হবে। তখন আমি বলব হে প্রভু! এরা আমার উম্মাত। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, তোমার পরে এরা ধর্মে নতুন সংযোজনের মাধ্যমে কি সব কীর্তি করেছে এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই তোমার জানানেই। নিশ্চয়ই এরা দ্বীন থেকে পিছনের দিকে ফিরে গিয়েছিল। শুআইব (রহঃ) সুত্রে বর্ণনা করেছেন যে আবূ হুরায়রা (রাঃ) সুত্রে রাসুল থেকে বর্ণিত। উকায়ল (রহঃ) বলেছেনঃ। যুবায়দী আবূ হুরায়রা (রাঃ) সূত্রে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরুপ বর্ননা করেছেন। (সহীহ বুখারী, ১০ম খন্ড, হাউজ অধ্যায়, হাদীস নং ৬১৩৪, ই.ফা.বা)

আহমদ ইবনু সালিহ (রহঃ) সাঈদ ইবনুল মূসা ইয়্যাব (রহঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীদের থেকে বর্ননা করেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমার উম্মাতের থেকে কতিপয় লোক আমার সামনে হাউযে কাওসারে উপস্থিত হবে। তারপর তাদেরকে সেখান থেকে পৃথক করে নেয়া হবে। তখন আমি বলব হে রব! এরা আমার উম্মাত। তিনি বলবেন, তোমার পরে এরা (ধর্মে নতুন সংযোজনের মাধ্যমে) কি কীর্তিকলাপ করেছে সে সম্পর্কে নিশ্চয়ই তোমার জানা নেই। নিঃসন্দেহে এরা দ্বীন থেকে পিছনের দিকে ফিরে গিয়েছিল। (সহীহ বুখারী, ১০ম খন্ড, হাউজ অধ্যায়, হাদীস নং ৬১৩৫, ই.ফা.বা)

এই হাদীস দুটিতে আমরা দেখতে পাই, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মাতের থেকে কিছু লোক হাউযে কাওসারে উপস্থিত হবে এরপর তাদেরকে সেখান থেকে পৃথক করে নেয়া হবে। কিন্তু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাদের সম্পর্কে না জানার কারণে বলবেন, হে রব! এরা আমার উম্মাত। এরপর উনাকে উত্তর দেয়া হবে তোমার পরে এরা (ধর্মে নতুন সংযোজনের মাধ্যমে) কি কীর্তিকলাপ করেছে সে সম্পর্কে নিশ্চয়ই তোমার জানা নেই। রাসুল বলেন তখন আমি বলব, আমার পরে যারা দ্বীনের মাঝে পরিবর্তন এনেছে তারা আল্লাহর রহমত থেকে দুরে থাকুক। যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগে থেকেই তাদের ব্যাপারে জানতেন তাহলে তিনি তাদের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে বলতেন না। জানতেন না দেখেই প্রথমে বলেছিলেন। এখান থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে কোথাও হাজির হন না।

৫. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার জীবনে মারা গিয়েছেন। তিনি হায়াতুন নাবী না। আল্লাহ কুরআন এ শহীদদেরকে মৃতবলতে নিষেধ করেছেন আর শহীদরা জীবিত এবং সেটা দুনিয়ার জগতে না, বরং মৃত্যু পরবর্তী জীবনে। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও দুনিয়ার জীবনে মৃতকিন্তু মৃত্যুপরবর্তী জীবনে উনি জীবিত (কিভাবে তার ধরন আমাদের জানা নাই। কারন আল্লাহ সূরা বাকারার ১৫৪ নং আয়াতে বলে দিয়েছেন এই ব্যপারে তোমরা কিছুই জানো না)।

আল্লাহ কুরআনে বলেন,

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

আর মুহাম্মাদ কেবল একজন রাসূল। তার পূর্বে নিশ্চয় অনেক রাসূল বিগত হয়েছে। যদি সে মারা যায় অথবা তাকে হত্যা করা হয়, তবে তোমরা কি তোমাদের পেছনে ফিরে যাবে ? আর যে ব্যক্তি পেছনে ফিরে যায়, সে কখনো আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারে না। আর আল্লাহ অচিরেই কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেবেন। (সূরা আলি ইমরান ৩:১৪৪)

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ

নিশ্চয় তুমি মরণশীল এবং তারাও মরণশীল। (সূরা ঝুমার ৩৯:৩০)

সূরা ঝুমার এর ৩০ নং আয়াতে আল্লাহ আগেই ঘোষণা দিলেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মরণশীল অর্থাৎ তিনি একদিন মারা যাবেন। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হায়াতুন নাবী বলার প্রশ্নই ওঠে না।

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۖ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ

আর তোমার পূর্বে কোন মানুষকে আমি স্থায়ী জীবন দান করিনি; সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে তারা কি অনন্ত জীবনসম্পন্ন হয়ে থাকবে? (সূরা আম্বিয়া ২১:৩৪)

وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ

যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদেরকে মৃতবলো না। বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা অনুভব করতে পার না। (সূরা বাকারার ২:১৫৪)

আয়াতগুলো থেকে স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার জীবনে মৃতকিন্তু মৃত্যু পরবর্তী জীবনে উনি জীবিত (কিভাবে তার ধরন আমাদের জানা নাই কারণ আল্লাহ বলেছেন, যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা অনুভব করতে পার না।)

৬. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে থেকে সুপারিশকারী না (হাশরের ময়দানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই তার উম্মাতের জন্যে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবেন তবে তা হবে আল্লাহর কাছ থেকে অনুমতি পাবার পর)।

আল্লাহ কুরআনে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

হে মুমিনগণ, আমি তোমাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা হতে ব্যয় কর, সে দিন আসার পূর্বে, যে দিন থাকবে না কোন-বেচাকেনা, না কোন বন্ধুত্ব এবং না কোন সুপারিশ। আর কাফিররাই যালিম।

আল্লাহ! তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি স্বাধীন ও নিত্য নতুন ধারক, সব কিছুর ধারক। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করেনা। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? সমুখের অথবা পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন। একমাত্র তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত, তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারেনা। তাঁর আসন আসমান ও যমীন ব্যাপী হয়ে আছে এবং এতদুভয়ের সংরক্ষণে তাঁকে বিব্রত হতে হয়না। তিনিই সর্বোচ্চ, মহীয়ান। (সূরা বাকারা ২:২৫৪-২৫৫)

أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ ۚ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ
قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۖ لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

তবে কি তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে সুপারিশকারী বানিয়েছে? বল, 'তারা কোন কিছুর মালিক না হলেও এবং তারা না বুঝলেও'?

বল, 'সকল সুপারিশ আল্লাহর মালিকানাধীন। আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব একমাত্র তাঁরই। তারপর তোমরা তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তিত হবে'। (সূরা ঝুমার ৩৯:৪৩-৪৪)

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۖ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۖ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ। যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টিকরেছেন ছয় দিনে, তারপর আরশে উঠেছেন। তিনি সব বিষয় পরিচালনা করেন। তার অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করার কেউ নেই। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদাত কর। তারপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? (সূরা ইউনূস ১০:৩)

يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا

সেদিন পরম করুণাময় যাকে অনুমতি দিবেন আর যার কথায় তিনি সন্তুষ্ট হবেন তার সুপারিশ ছাড়া কারো সুপারিশ কোন কাজে আসবে না। (সূরা ত্বহা ২০:১০৩)

وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ

আর আসমানসমূহে অনেক ফেরেশতা রয়েছে, তাদের সুপারিশ কোনই কাজে আসবে না। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন এবং যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট, তার ব্যাপারে অনুমতি দেয়ার পর। (সূরা নাজম ৫৩:২৬)

আমরা অনেক সময় কিছু লোককে বলতে শুনি পীরের কাছে মুরিদ হলে পীর সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবে। উপরের আয়াতগুলো চিন্তা করলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ সুপারিশ করতে পারবে না। সুপারিশ একমাত্র আল্লাহর এখতিয়ারে থাকবে। তিনি যাকে সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন তিনি ছাড়া আর কেউ সুপারিশ করতে পারবে না।

এছাড়াও একটি হাদীসে এ বিষয়টি স্পষ্টভাবেই বলা আছে যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাশরের ময়দানে সুপারিশ করার অনুমতি দেয়ার পর উনি সুপারিশ করতে পারবেন।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে এক যিয়াফতে উপস্থিত ছিলাম। তাঁর সামনে (রান্না করা) ছাগলের বাহু পেশ করা হল, এটা তাঁর কাছে পছন্দনীয় ছিল। তিনি সেখান থেকে এক টুকরা খেলেন এবং বললেন, আমি কিয়ামতের দিন সমগ্র মানব জাতির সরদার হব। তোমরা কি জানো? আল্লাহ কিভাবে (কিয়ামতের দিন) একই সমতলে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষকে একত্রিত করবেন? যেন একজন দর্শক তাদের সবাইকে দেখতে পায় এবং একজন আহ্বানকারীর ডাক সবার কাছে পৌঁছায়। সূর্য তাদের অতি নিকটে এসে যাবে। তখন কোন কোন মানুষ বলবে, তোমরা কি লক্ষ্য করনি, তোমরা কি অবস্থায় আছে এবং কি পরিস্তিতির সম্মুখীন হয়েছো। তোমরা কি এমন ব্যাক্তিকে খুঁজে বের করবে না, যিনি তোমাদের জন্য তোমাদের রবের নিকট সুপারিশ করবেন? তখন কিছু লোক বলবে, তোমাদের আদি পিতা আদম (আলাইহিস সালাম) আছেন। (চল তাঁর কাছে যাই)।

তখন সকলে তাঁর কাছে যাবে এবং বলবে, হে আদম! আপনি সমস্ত মানব জাতির পিতা। আল্লাহ আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টিকরেছেন এবং তার পক্ষ থেকে রূহ আপনার মধ্যে ফুঁকেছেন। তিনি ফিরিশ্তাদেরকে (আপনার সম্মানের) নির্দেশ দিয়েছেন। সে অনুযায়ী সকলে আপনাকে সিজ্দাও করেছেন এবং তিনি আপনাকে জান্নাতে বসবাস করতে দিয়েছেন। আপনি কি আমাদের জন্য রবের নিকট সুপারিশ করবেন না? আপনি দেখেন না আমরা কি অবস্থায় আছি এবং কি কষ্টের সম্মুখীন হয়েছি? তখন তিনি বলবেন, আমার রব আজ এমন রাগান্বিত হয়েছেন, এর পূর্বে এমন রাগান্বিত হননি আর পরেও এমন রাগান্বিত হবেন না। আর তিনি আমাকে বৃক্ষটি থেকে (ফল খেতে) নিষেধ করেছিলেন। তখন আমি ভুল করেছি। এখন আমি নিজের চিন্তায় ব্যস্ত। তোমরা আমি ব্যতিত অন্য কার কাছে যাও। তোমরা নূহের কাছে চলে যাও।

তখন তারা নূহ (আলাইহিস সালাম) এর কাছে আসবে এবং বলবে, হে নূহ! পৃ থিবীবাসীদেরনিকট আপনই প্রথম রাসূল এবং আল্লাহ আপনার নাম রেখেছেন কৃতজ্ঞ বান্দা। আপনি কি লক্ষ্য করেছেন না, আমরা কি ভয়াবহ অবস্থায় পড়ে আছি? আপনি দেখছেন না আমরা কতইনা দুঃখ কষ্টের সম্মু খীন হয়ে আছি? আপনি কি আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে সুপারিশ করবেন না? তখন তিনি বলবেন, আমার রব আজ এমন রাগান্বিত হয়ে আছেন, যা ইতিপূর্বে হন নাই এবং এমন রাগান্বিত পরেও হবেন না। এখন আমি নিজের চিন্তায় ব্যস্ত। তোমরা নাবী (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে চলে যাও। তখন তারা আমার কাছে আসবে আর আমি আরশের নীচে সিজদায় পড়ে যাব। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মদ! আপনার মাথা উঠান এবং সুপারিশ করুন। আপনার সুপারিশ গ্রহন করা হবে আর আপনি যা চান, আপনাকে তাই দেওয়া হবে। মুহাম্মদ ইবনু উবাইদ (রহঃ) বলেন, হাদীসের সকল অংশ আমি মুখস্থ করতে পারি নি। (সহীহ বুখারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, আম্বিয়া (আঃ) অধ্যায়, হাদীস নং ৩১০৪ (ই.ফা.বা)

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন আমরা রাসূল হিসেবে সাক্ষ্য দিবো তখন আমাদেরকে কিছু বিষয় সম্পর্কে খুব ভালোভবে জানা থাকতে হবে।

রাসূল শব্দটির অর্থ অনেকে বার্তাবাহক বললেও আসলে রাসূল কোন সাধারন বার্তাবাহক নন। রাসূল হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে একটি নতুন কিতাব বা সংবিধান প্রাপ্ত হন যার মাধ্যমে উনি সমাজের সকল বিষয় (ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন ও ধর্মীয় জীবন) পরিচালনা করেন। আর যেই রাসূল যখন পৃ থিবীতেঅবস্থান করেন তখন এবং যখন রাসূল মৃ ত্যুবরণ করেন তখনও তার কাছে প্রেরিত কিতাব বা সংবিধান দিয়েই সেই রাসূলকে প্রেরিত সমাজ বা রাষ্ট্রের সকল কিছু পরিচালিত হতে থাকে। যতক্ষন না তৎকালীন রাসূলের উম্মাতের লোকেরা তাদের কিতাব বা সংবিধানের কোন কিছু পরিবর্তন না করে ততক্ষণ আল্লাহ নতুন একজন রাসূলের কাছে নতুন কিতাব বা সংবিধান প্রেরণ করেন না। যেহেতু কুরআন সর্বশেষ কিতাব বা সংবিধান আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে কুরআন নাযিল হবার পর আগের সকল কিতাব এর বিধি বিধান সব স্থগিত হয়ে গিয়েছে এবং যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নতুন রাসূল এবং নতুন কিতাব বা সংবিধান আল্লাহ প্রেরণ করবেন না তাই কিয়ামত পর্যন্ত সমাজের সকল বিষয় (ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন ও ধর্মীয় জীবন) পরিচালনা করতে হবে কুরআন দিয়ে। এবং এই কুরআন এর বিধি বিধানের কোন কিছু বাদ দেয়া যাবেনা এবং মানুষের তৈরী করা কোন কিছু এতে সংযোজনও করা যাবে না বা কুরআন বাদ দিয়ে মানুষের তৈরী করা নতুন কোন বিধি বিধান দিয়ে সমাজের কোন বিষয় (ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন ও ধর্মীয় জীবন) পরিচালনা করা যাবে না। যদি কেউ এই বিষয়টি মেনে নিতে পারে তাহলেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল বলে স্বীকৃতি দেয়া হবে। এবং কুরআন এর সকল বিধি বিধান অনুসরণ করার ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই কাজ যেভাবে করেছেন সেই কাজ সেই ভাবে করলেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল বলে স্বীকৃতি দেয়া হবে। সেটা হোক ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রেও যে কোন কাজ।

যেমন কেউ যদি মনে করে সলাত, সিয়াম, হজ্জ, বিয়ে এই বিষয় গুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে করেছেন সেভাবে করতে হবে কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। তাহলে সেই ব্যক্তি সলাত, সিয়াম, হজ্জ, বিয়ে এই বিষয়গুলোতে রাসূল হিসেবে মান্য করলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে রাসূল হিসেবে মান্য করলো আব্রাহাম লিংকনকে। আর তখনই ঐ ব্যক্তি কালিমার শর্ত থেকে সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে গেল। কারণ আল্লাহ বলেছেন,

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের কী প্রতিদান হতে পারে? আর কিয়ামতের দিনে তাদেরকে কঠিনতম আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন। (সূরা বাকারা ২:৮৫)

কাজেই আল্লাহ দ্বীনের (জীবন ব্যবস্থার) কিছু মানা আর কিছু না মানার কোন সুযোগ নেই। এই কাজ করলে কালিমার সাক্ষ্য কোনই কাজে আসবে না।

আল্লাহ যে নতুন কিতাব বা সংবিধান নাযিল করেন তাকে আল্লাহ দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) এর সকল ক্ষেত্রে রাসূলকে অনুসরণ করার কথা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন এবং রসূলের বিরোধিতা করার ব্যপারে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। তাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হলে দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) এর সকল ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পুরোপুরি অনুসরণ করেতে হবে এবং কোন অবস্থাতেই তার বিরোধীতা করা যাবে না।

দ্বীন এর সকল ক্ষেত্রে রাসূলকে অনুসরণ করতে হবে

দ্বীনের সকল ক্ষেত্রে যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করতে হবে এ ব্যাপারে আল্লাহ কুরআনে প্রায় ৪০টি আয়াতে বলেছেন।

আল্লাহ বলেন,

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

বল, 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।

*বল, 'তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর'। তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালবাসেন না। **(সূরা আলি ইমরান ৩:৩১-৩২)***

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ করাও- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর। **(সূরা নিসা ৪:৫৯)***

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا

*আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা আস যা আল্লাহ নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে', তখন মুনাফিকদেরকে দেখবে তোমার কাছ থেকে সম্পূর্ণরূপে ফিরে যাচ্ছে। **(সূরা নিসা ৪:৬১)***

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

*আর আমি যে কোন রাসূল প্রেরণ করেছি তা কেবল এ জন্য, যেন আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাদের আনুগত্য করা হয়। আর যদি তারা- যখন নিজদের প্রতি যুলম করেছিল তখন তোমার কাছে আসত অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইত তাহলে অবশ্যই তারা আল্লাহকে তাওবা কবূলকারী, দয়ালু পেত। **(সূরা নিসা ৪:৬৪)***

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

*অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোন দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়। **(সূরা নিসা ৪:৬৫)***

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا

*আর যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে তারা তাদের সাথে থাকবে, আল্লাহ যাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে। আর সাথী হিসেবে তারা হবে উত্তম। **(সূরা নিসা ৪:৬৯)***

مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে বিমুখ হল, তবে আমি তোমাকে তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক করে প্রেরণ করিনি। (সূরা নিসা ৪:৮০)

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে। (সূরা আহযাব ৩৩:২১)

وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا

আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে এবং নেক আমল করবে আমি তাকে দু'বার তার প্রতিদান দেব এবং আমি তার জন্য প্রস্তুত রেখেছি সম্মানজনক রিযক। (সূরা আহযাব ৩৩:৩১)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না; আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে। (সূরা আহযাব ৩৩:৩৬)

রসূলের বিরোধীতা করার ব্যপারে সতর্কতা

কুরআনে প্রায় ২০টি আয়াতে রাসূলের বিরোধিতা করার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। আর বিরোধিতাকারীদের শাস্তির কথা উল্লেখ করা আছে।

وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে এবং তাঁর সীমারেখা লঙ্ঘন করে আল্লাহ তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে স্থায়ী হবে। আর তার জন্যই রয়েছে অপমানজনক আযাব। (সূরা নিসা ৪:১৪)

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

যে ব্যক্তি সত্য পথ প্রকাশিত হওয়ার পরও রসূলের বিরোধিতা করে এবং মু'মিনদের পথ বাদ দিয়ে ভিন্ন পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে সে পথেই ফিরাব যে পথে সে ফিরে যায়, আর তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করব, কত মন্দই না সে আবাস! (সূরা নিসা ৪:১১৫)

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং যমীনে ফাসাদ করে বেড়ায়, তাদের আযাব কেবল এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে কিংবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হবে। এটি তাদের জন্য দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং তাদের জন্য আখিরাতে রয়েছে মহাআযাব। (সূরা মায়িদা ৫:৩৩)

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

এটি এ কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করেছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করবে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর। (সূরা আনফাল ৮:১৩)

وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ

আর তাদের দান কবূল থেকে একমাত্র বাধা এই ছিল যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছে, আর তারা সালাতে আসে না, তবে অলস অবস্থায় এবং তারা দান করে না, তবে অপছন্দকারী অবস্থায়। (সূরা তাওবা ৯:৫৪)

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ

তারা কি জানে না, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে, তবে তার জন্য অবশ্যই জাহান্নাম, তাতে সে চিরকাল থাকবে। এটা মহালাঞ্ছনা। (সূরা তাওবা ৯:৬৩)

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

তুমি তাদের জন্য ক্ষমা চাও, অথবা তাদের জন্য ক্ষমা না চাও। যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বার ক্ষমা চাও, তবুও আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না। কারণ তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে, আর আল্লাহ ফাসিক লোকদেরকে হিদায়াত দেন না। (সূরা তাওবা ৯:৮০)

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا

যেদিন তাদের চেহারাগুলো আগুনে উপুড় করে দেয়া হবে, তারা বলবে, 'হায়, আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং রাসূলের আনুগত্য করতাম'! (সূরা আহযাব ৩৩:৬৬)

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكْرًا

আর অনেক জনপদ তাদের রব ও তাঁর রাসূলগণের নির্দেশের বিরুদ্ধে গিয়েছে। ফলে আমি তাদের কাছ থেকে কঠোর হিসাব নিয়েছি এবং তাদেরকে আমি কঠিন আযাব দিয়েছি। (সূরা তালাক ৬৫:৮)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিরোধিতার বিষয়টি আরো ভালো ভাবে বুঝার জন্য হাদীস পেশ করছি।

পরিচ্ছদঃ ৭. বাতিল সিদ্ধান্ত খণ্ডন ও বিদ'আতী কার্যকলাপ উচ্ছেদ

আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবনু সাব্বাহ ও আবদুল্লাহ ইবনু আওন হিলালী (রহঃ) ... আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমাদের ধর্মীয় ব্যাপারে এমন বিষয় উদ্ভাবন করে যা তাতে নেই, তা পরিত্যাজ্য। (সহীহ মুসলিম, বিচার বিধান অধ্যায়, হাদীস নং ৪৩৪৩ (ই.ফা.বা)

ইসহাক ইবনু ইবরাহীম ও আবদ ইবনু হুমায়দ (রহঃ) ... সা'দ ইবনু ইবরাহীম (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কাসিম ইবনু মুহাম্মদ (রহঃ) কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, যার তিনটি বাসস্থান ছিল। অতঃপর, সে (মৃত্যুকালে) প্রত্যেক বাসস্থানের এক তৃতীয়াংশ দান করার অস্যয়্যাত করে যায়। তিনি বললেন, এ সকল অংশকে এক বাসস্থানে একত্রিত করা হবে। এরপর তিনি বললেন, আমাকে আয়িশা (রাঃ) বলেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি এমন কোন কর্ম করলো যা আমাদের ধর্মে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত হবে। (সহীহ মুসলিম, বিচার বিধান অধ্যায়, হাদীস নং ৪৩৪৪ (ই.ফা.বা)

হাদীস দুটি লক্ষ্য করুন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের ধর্মীয় ব্যাপারে এমন বিষয় উদ্ভাবন করে যা তাতে নেই, তা পরিত্যাজ্য। দ্বিতীয় হাদীসটিতে এক ব্যক্তি তার প্রত্যেক বাসস্থান থেকে এক তৃতীয়াংশ দান করার অস্যয়্যাত করে যায় যা সম্পূর্ণ ভুল পদ্ধতি। যার সঠিক পদ্ধতি হলো সকল অংশকে এক বাসস্থানে একত্রিত করা হবে এর পর ভাগ করা হবে। এরপর ঐ ব্যক্তি মা আয়িশা (রাঃ) এর কাছ থেকে শুনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীসটি শুনিয়ে দেন।

চিন্তা করুন সম্পত্তি বন্টনের একটি ক্ষেত্রে যদি এই বিষয়টা গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে বর্তমানে মুসলিমদের মাঝে দ্বীন এর নামে যা প্রচিলিত আছে তা কি গ্রহন যোগ্য হবে?

যেমন মিলাদ, বিভিন্ন রকম খতম, মাজার কেন্দ্রিক ইবাদাত, বিভিন্ন পদ্ধতিতে জিকির, শবে বরাত, শবে মেরাজ, ঈদে মিলাদুন্নবী, বিয়ের নামে নানান অপকর্ম, মানুষ মারা গেলে নানান রকম অনুষ্ঠান, রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ইসলামের আইন বাদ দিয়ে ব্রিটিশ আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা, সমাজের সকল স্তরে ইসলাম বিরোধী কর্মকান্ড ইত্যাদি সব কিছুই বাতিল। এগুলো কোন কিছু করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণ করা হবে না। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণ না করলে কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী পরকালে শাস্তি পেতে হবে।

সবশেষে একটি আয়াত ও তার তাফসীর

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ۚ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ

আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ নবীদের অঙ্গীকার নিয়েছেন- আমি তোমাদেরকে যে কিতাব ও হিকমাত দিয়েছি, অতঃপর তোমাদের সাথে যা আছে তা সত্যায়নকারীরূপে একজন রাসূল তোমাদের কাছে আসবে- তখন অবশ্যই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন, 'তোমরা কি স্বীকার করেছ এবং এর

উপর আমার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছ'? তারা বলল, 'আমরা স্বীকার করলাম'। আল্লাহ বললেন, 'তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম'। (সূরা আলি ইমরান ৩:৮১)

ইবনে কাসীর, সূরা আলি ইমরান এর ৮১ নং আয়াতের তাফসীর

মুসনাদ-ই-আহমাদের বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি আমার এক কুরাইযী ইয়াহূদী বন্ধুকে বলেছিলাম যে, সে যেন আমাকে তাওরাতের সমস্ত কথা লিখে দেয়। আপনার অনুমতি হলে আমি ঐগুলি পেশ করি।' একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেহারা মুবারক পরিবর্তিত হয়ে যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সাবিত (রাঃ) তখন হযরত উমার (রাঃ) কে বলেনঃ আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুখমন্ডলের অবস্থা লক্ষ্য করছেন না? তখন হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ 'আল্লাহকে প্রভুরূপে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূলরূপে এবং ইসলামকে ধর্মরূপে আমি সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিচ্ছি।' এর ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ক্রোধ বিদূরিত হয় এবং তিনি বলেনঃ 'যে আল্লাহর অধিকারে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! যদি মূসা (আঃ) তোমাদের মধ্যে আগমন করেন এবং তোমরা আমাকে ছেড়ে তাঁর অনুসরণ কর তবে তোমরা সবাই পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। সমস্ত উম্মতের মধ্যে আমার অংশের উম্মত তোমরাই এবং সমস্ত নাবী (আঃ) এর মধ্যে তোমাদের অংশের নাবী আমি।'

দেখুন হাদীসটিতে কত মারাত্মকভাবে সতর্ক করা হয়েছে যে, যদি মূসা (আঃ) কেও এখন অনুসরণ করা হয় তাহলে সবাই পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। তাই যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণ করছে না তারা সবাই এক কথায় পথভ্রষ্ট। তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দিকে ফিরে আসতে হবে। আর নয়তো মৃ ত্যুর পরের জীবনে কঠিন আযাবের সম্মুখিন হতে হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করুন এবং কালিমার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় মৃ ত্যু দান করুন। আমিন।